HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০১ প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

টপিক ০২: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

টপিক ০৩: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক ০৪: ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

টপিক ০৫: বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

টপিক ০৬: বিপ্লবের ২য় পর্ব

টপিক ০৭: বিপ্লবের ৩য় পর্ব

টপিক ০৮: ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

টপিক ০৯: ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ

টপিক ১০: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সরকার ছিল ঋণভারে জর্জরিত। অসম কর ব্যবস্থা, সরকারের অমিতব্যয়িতা, শস্যহানি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে দেশটির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়ে ছিল। এ সময় ফ্রান্সে তিন ধরনের প্রত্যক্ষ কর প্রচলিত ছিল- সম্পত্তি কর বা টাইল (Taille), উৎপাদন কর বা ক্যাপিটেশন (Capitation) এবং আয়কর বা ভিংটিয়েম (Vingtieme)। আরও কিছু শুল্ক ছিল, যেমন- লবণ শুল্ক (Gabelle), আবগারি শুল্ক (Excise)। এছাড়া ভূমিদাসদের ওপর সামন্তপ্রভুরা কিছু কর আরোপ করত, যেমন- ফসলের ভাগ বা শামপার্ত (Champart), বাৎসরিক খাজনা বা সেন্স বা সঁস (Cens), ভোগ্যপণ্যের ওপর কর (Aide) ইত্যাদি। গির্জাকে লোকের দিতে হতো ধর্মকর (Tithe), জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু নিবন্ধন কর।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

ফ্রান্সের জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ ছিল যাজক ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। এরা দেশের জাতীয় সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগের মালিক ছিল। কিন্তু যাজক ও অভিজাতরা কোনো টাইদ (Tithe) দিতেন না। পইসির চুক্তির (Contract of Poissy) ফলে রাজা যাজকদের ওপর সরাসরি কোনো কর বসাতে পারতেন না। আবার, অভিজাতরা নানাভাবে ক্যাপিটেশন ও ভিংটিয়েম এড়িয়ে যেতেন। কর ধার্য করার ক্ষেত্রেও তিন ধরনের অনিয়ম হতো। যেমন- ক) বিশেষ অধিকার, খ) যাদের দেয়ার ক্ষমতা আছে তাদের কম হারে কর এবং গ) কর অব্যাহতি প্রদান। ইনটেনডেন্ট নামক রাজস্ব কর্মচারীরা ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। এসব কারণে সরকারের তিনটি প্রধান করের বোঝা গিয়ে পড়ত তৃতীয় শ্রেণির ঘাড়ে। উপরে উল্লেখিত প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ শুল্ক পরিশোধ করার পর তৃতীয় শ্রেণি, বিশেষত কৃষকশ্রেণির হাতে আর বিশেষ কিছুই থাকত না। অপরদিকে, যাজক ও অভিজাতশ্রেণি বিলাসী জীবনযাপন করতেন।

ফরাসি বিপ্লবের ওপর আঁকা একটি ছবি

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

ফ্রান্সের অর্থনীতির অপর কালো দিকটি ছিল সরকারি অপব্যয় ও রাজপরিবারের সীমাহীন অমিতব্যয়িতা। এর সাথে যুক্ত হয় ফরাসি রাজার খামখেয়ালিপনায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। গুডউইনের মতে, ভার্সাই রাজসভায় কর্মচারী সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার। এর মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারী ছিল শুধু রাজপ্রাসাদে কর্মরত। রানির খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৫০০। রানি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভোজসভার আয়োজন করতেন। তিনি তার পোশাকের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। রাজপরিবারের এরূপ অমিতব্যয়িতার জন্য ফরাসি সরকার ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এছাড়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার প্রচুর ঋণ গ্রহণ করে। শুধু আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ফরাসি সরকারের মন্ত্রী ১০০ কোটি লিভর ঋণ করেন। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৭৮৮ সালে ফরাসি সরকারের গৃহীত জাতীয় ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি লিভর। এর সাথে সরকারের অপরাপর খরচ যুক্ত হয়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৩০,০০০,০০০ লিভর। উক্ত বছর সরকারের ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য দরকার হয় ৩,১৮,০০০,০০০ লিভর। এ বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধের কোনো উপায় না পেয়ে রাজা ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভার আহ্বান করতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের বুরবোঁ সরকারের এ অর্থনৈতিক সংকটের জন্য তাদের গৃহীত আর্থিক নীতিই দায়ী ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, France was a vast museum of economic errors. আবার গুডউইনের মতে, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা ছিল অমিতব্যয়িতা
বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা!

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা

১৭৭০ সালের পর ফ্রান্সের কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। পরপর ফসলহানির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এক হিসেবে দেখা যায়, ১৭৭৪ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ৬০% বৃদ্ধি পায় কিন্তু শ্রমিকের মজুরি ২২%-এর বেশি বাড়েনি। এর ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা (Bread Riot) শুরু হয়। ইতিহাসবিদ রুডে বলেন, "১৭৭৫-১৭৭৮ সময়কালে ফ্রান্সের প্যারিস, লিও ইত্যাদি শহরে রুটির দাঙ্গা চলে।" এদিকে গ্রামের নিরন্ন মানুষেরা দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে শহরমুখী হলে তীব্র সংকটের সূত্রপাত হয়। ঋণভারে জর্জরিত ফরাসি সরকার তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

উপরে আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সে এক ভয়ংকর সামাজিক বৈষম্য বিরাজ করছিল। কর ব্যবস্থার ত্রুটি, শস্যহানি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বেড়ে যায়। দলে দলে লোক খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে জড়ো হতে থাকে। সেই সাথে দার্শনিকদের লেখনী মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলে। তারা জরাজীর্ণ পুরাকালের (Old Regime) পরিবর্তন কামনা করতে থাকে। ফ্রান্সের শহরগুলোতে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। ১৭৮৮-৮৯ সালে এ বিক্ষোভ পাঁচগুণ বেড়ে যায়। এসব বিক্ষোভ বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়। ঋণভারে জর্জরিত ফরাসি সরকার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে না পারায় স্টেটস জেনারেল অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়াশ্রেণি এর সুযোগ নিয়ে তৃতীয় শ্রেণিকে ব্যবহার করে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০২ প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

টপিক ০২: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

মধ্যযুগের সামন্তসমাজে যেরকম স্তরবিন্যাস ছিল, আধুনিক যুগের প্রাক্কালে বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সে সেরকমই সামাজিক, স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। এ সময় সমাজ ছিল ব্যাপক অর্থে দু'ভাগে বিভক্ত-অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণি এবং অধিকারহারা শ্রেণি। অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: অভিজাতশ্রেণি এবং যাজকশ্রেণি।

যাজকরা ছিলেন প্রথম বা First Estate, অভিজাতরা ছিলেন দ্বিতীয় বা Second Estate আর তৃতীয় স্তরে ছিলেন Third Estate বা অধিকারহারা শ্রেণি। শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শহরের সাধারণ মানুষ, ভাসমান জনতা (সাঁকুলেৎ বা সর্বহারা ভবঘুরে), ধনী কৃষক, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার ছিল Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

ফার্স্ট এস্টেট বা যাজক সম্প্রদায়

ফ্রান্সে গির্জা ও এর যাজক সম্প্রদায় রাজ্যের মধ্যে অপর রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৫৬১ সালের Contract of Poissy অনুযায়ী যাজকরা তাদের ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে নিয়মিত কর দিতে বাধ্য ছিলেন না। তারা স্বেচ্ছাকর দিত এবং এ করের হার তারাই নির্ধারণ করতেন। গির্জার অধীনস্থ কর্মচারী ও সম্পদের ব্যাপারে রাজা কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। তারা ছিল স্বায়ত্তশাসিত। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসি গির্জার মালিকানায় ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তির শতকরা ২০ ভাগ। এ সম্পত্তিতে গির্জা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ 'টাইদ' বা ধর্মকর হিসেবে আদায় করত। তাছাড়া তারা জন্মের সময় নামকরণ কর ও মৃত্যু নিবন্ধন কর আদায় করতে পারত। ভূ-সম্পত্তির আয়ের জন্য গির্জাকে কোনো কর দিতে হতো না, বরং যাজকরা অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। এসব কারণে ফরাসি যাজক সম্প্রদায় বিত্তশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ফরাসি অর্থমন্ত্রী নেকারের মতে, গির্জার বার্ষিক আয় ছিল ১৩ কোটি লিভর। ফ্রান্সে বিপ্লবের পূর্বে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে গির্জা তার উৎপন্ন ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে প্রভূত অর্থের মালিক হয়। যাজকরা ছিলেন বৃত্তি বা পেশাজীবী। তাত্ত্বিক অর্থে এরা কোনো সম্প্রদায়ে ছিলেন না; কেননা কেউ জন্মসূত্রে যাজক হতো না। তবুও ফরাসি আইনে তাদের সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করে ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

ফার্স্ট এস্টেট বা যাজক সম্প্রদায়

ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে বিশপের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। দেশে মোট যাজকের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার। যাজকদের মধ্যেও ছিল দুটো শ্রেণি- শহুরে অভিজাত যাজক এবং গ্রামীণ পাদরি। ফ্রান্সে 'ল অব প্রাইমোজেনিচার' (Law of Primogeniture) অনুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল। অন্যান্য পুত্র তাদের ভরণপোষণের জন্য অনেক সময় গির্জার বিশপ হিসেবে নিয়োগ পেত। দেশের সর্বোচ্চ যাজক ছিলো বিশপরা। এরা ছিল সাদা পোশাকধারী এবং অভিজাত সম্প্রদায় হতে আগত। ফলে ঊর্ধ্বতন যাজকরা অভিজাতদের মতোই সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। নিচুস্তরের যাজকরা (যেমন- ক্যুর) ছিলেন কালো পোশাকধারী। এরা ছিলেন দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান। এরা অধিকারহীন জনতা অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate) মতোই আর্থিক দুরবস্থায় দিনাতিপাত করতেন। ফলে উচ্চপদস্থ যাজকদের এরা ঘৃণা করতেন। এ কারণেই নিচুস্তরের যাজক সম্প্রদায় বিপ্লবে যোগ দেয়।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

সেকেন্ড এস্টেট বা অভিজাত সম্প্রদায়

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে অভিজাতদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ। ইতিহাসবিদ নরম্যান হ্যামপসন (Norman Hampson) তার 'Social History of the French Revolution' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ সকল অভিজাত দাবি করতেন যে, মধ্যযুগে যেসকল ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করেছিলেন তারা তাদেরই বংশধর, সুতরাং তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। রাজা নিজেও এ বিজেতাদের উত্তরসূরি বিধায় তিনি তার বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। অভিজাতরা বংশানুক্রমে তাদের এ অধিকারগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করতেন। এরা শুধু বংশ মর্যাদার জোরে উচ্চপদগুলোতে নিয়োগ পেতেন। অভিজাতদের মধ্যে যারা সামন্তপ্রভু (Lord) তারা ফ্রান্সের মোট জমির ২০ ভাগ অধিকার করলেও ভূ-কর দিতেন না। তাছাড়া, আইন অনুযায়ী অন্যান্য কর আদায়েও (যেমন- Capitation) তারা শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। এরা আলস্য, ভোগবিলাসে দিন পার করতেন। তাছাড়া রাজার সভাসদ্ধ হিসেবে এরা প্রায়ই রাজকীয় উপঢৌকন, পুরস্কার, বিভিন্ন ভাতা ও পেনশন লাভ করতেন। ক

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

সেকেন্ড এস্টেট বা অভিজাত সম্প্রদায়

তখনকার ফরাসি অভিজাতদের মধ্যেও ৩টি স্তর লক্ষ করা যায়- ১. বনেদি পরিবারের অভিজাত; ২. গ্রামীণ অভিজাত এবং ৩. চাকরিজীবী অভিজাত। বনেদি অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাজার সভাসদ, সেনাপতি, রিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজদূত, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রমুখ। এরা ছিলেন রাজার সহকারী শাসকশ্রেণির লোক। এদের বলা হতো দরবারি অভিজাত বা Court Nobility। এজন্য এরা খুবই গর্বিত ছিলেন। এরা প্রধানত ভার্সাই নগরীতে বাস করতেন এবং বহু দাস-দাসী ও অনুচর রাখতে পারতেন। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার।

গ্রামীণ অভিজাতরা গ্রামে তাদের জমিদারিতে বাস করতেন এবং প্রাদেশিক সভায় প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতেন। এদের সাথে কৃষক সম্প্রদায়ের সরাসরি শোষণের সম্পর্ক ছিল। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে আয় বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের বিকল্প উপায় অন্বেষণে অনীহা থাকায় এ গ্রামীণ অভিজাতরা ক্রমেই দরিদ্র হয়ে পড়েন। আঠারো শতকে এ শ্রেণিটি তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়। এ জন্য কৃষক সম্প্রদায় গ্রামীণ অভিজাতদের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ ছিল।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

সেকেন্ড এস্টেট বা অভিজাত সম্প্রদায়

তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতরা ছিলেন মূলত চাকরিজীবী। ধনী বুর্জোয়াদের একাংশ সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের জন্য পার্লামেন্টের বিচারকের পদ বা প্রদেশে ইনটেনডেন্টের পদ বংশানুক্রমিকভাবে কিনে নিতেন। ফলে পদমর্যাদার জোরে এরা অভিজাত বলে গণ্য হতেন। এদেরকে বলা হতো পোশাকি অভিজাত।

আঠারো শতকে ফ্রান্সের অভিজাতরা সেখানকার কৃষি জমির তিন ভাগের এক অংশের মালিক ছিলেন। এরা আদালত গঠন, জরিমানা আদায়, যেকোনো একচেটিয়া ব্যবসা, গম পেষাই ও. মদ-চোলাই কারখানা রাখা, জনগণকে বেগার খাটানো ইত্যাদি অধিকার ভোগ করতে পারতেন। মর্যাদার প্রতীক হিসেবে এরা সর্বদা তরবারি বহন করতেন এবং নিজের নামের পূর্বে লর্ড বা ব্যারন বা মাকুইস উপাধি ব্যবহার করতেন। ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক মন্টেস্কু অভিজাতদের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "যারা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, মন্ত্রীর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে, যাদের বংশমর্যাদা এবং ঋণ ও পেনশন আছে, তাদেরই অভিজাত বলে।"

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

থার্ড এস্টেট বা অধিকারহারা শ্রেণি

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া আর সবাই ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। এর শতকরা ৯৬ ভাগই ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধনী বুর্জোয়া থেকে চালচুলোহীন ভবঘুরে- সবাই ছিলেন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিলেন ব্যাংকের মালিক, শিল্পোৎপাদক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী, গ্রন্থকার, সাংবাদিক, কৃষক প্রমুখ। তৃতীয় শ্রেণি রাষ্ট্রের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, অথচ এরাই ছিল রাষ্ট্রের স্তম্ভ। এদের শ্রম-ঘামেই গড়ে উঠেছিল ফরাসি অর্থনীতি তথা ফরাসি সাম্রাজ্য।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

থার্ড এস্টেট বা অধিকারহারা শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল বুর্জোয়ারা। এরাই মূলত ফরাসি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। Burg শব্দটি থেকে Burgess এবং এর থেকে আধুনিক Bourgeois বা বুর্জোয়া কথাটির উদ্ভব। মধ্যযুগে Burg বা নগরের উপকণ্ঠে যারা বাস করত তাদের Burgess বলা হতো। ফলে শব্দার্থগতভাবে বুর্জোয়া বলতে শহরবাসী ধনী বণিক, কারিগর, দোকানদার, চাকুরে, বুদ্ধিজীবী সবাইকে বোঝায়। বুর্জোয়াদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও সামাজিক ও বংশ মর্যাদা ছিল না। জর্জ রুডে এর মতে, ধনী বুর্জোয়ারাই অভিজাতদের বংশমর্যাদা ও বিশেষ অধিকারগুলোকে আক্রমণ করে।

বুর্জোয়াদের একাংশ চাকুরে, আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক ইত্যাদি পেশাজীবী ছিল। এদের অনেককে 'পাতি বুর্জোয়া' বলা হতো। এরা ছিল উচ্চশিক্ষিত ও দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্দীপ্ত। এরাই ছিল সমাজের সবচেয়ে অসন্তুষ্ট শ্রেণি। কেননা, চিন্তা-মনন-যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হলেও এদের উচ্চ শ্রেণিতে প্রবেশের দরজা ছিল বন্ধ। এ হতাশা থেকেই তারা পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদ হ্যামপসনের মতে, "বুর্জোয়াশ্রেণির সব শাখাই অভিজাতদের সমালোচনা করত। তারা অভিজাতশ্রেণির সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভের ইচ্ছা পোষণ করত।"

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা

থার্ড এস্টেট বা অধিকারহারা শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণির বৃহৎ অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। কৃষকদের মধ্যে ছিল দুটো শ্রেণি। প্রথম শ্রেণিটি হলো স্বাধীন কৃষক। ফ্রান্সে প্রতি ৪ জনের একজন ছিল স্বাধীন কৃষক। এরা নিজস্ব জমিতে চাষ করত। দেশের মোট কৃষিজমির এক তৃতীয়াংশের মালিক ছিল এরা। কিন্তু পরিবারপ্রতি জমির পরিমাণ এত কম ছিল যে রাজাকে দেয় ভূমি কর, লবণ কর, তামাক ও মদের ওপর আবগারি কর, মাথাপিছু উৎপাদন কর, সম্পত্তি কর, গির্জাকে প্রদেয় টাইদ এসব কর পরিশোধের পর তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছুই থাকত না।

তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অপর কৃষকরা ছিল বর্গাচাষি, প্রান্তিক চাষি, ক্ষেতমজুর ও ভূমিদাস। প্রতি ২০ জন চাষির ১ জন ছিল ভূমিদাস। এসব চাষি বিভিন্ন করভারে জর্জরিত ছিল। মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ লাবুজ বলেন, "আঠারো শতকের ফরাসি কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত।" ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণিতে অপর একদল মানুষ ছিল যারা ভবঘুরে বা ভাসমান শ্রমিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে এসব লোক ছিন্নমূল হিসেবে শহরে জড়ো হয়। এদের বলা হয় সাঁকুলেৎ। এদের মধ্যে ছিল গরিব কারিগর ও ছোট দোকানদার। এরা ছিল জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। এরা মাঝে মাঝে বয়কট ও দাঙ্গা করত। এজন্য অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়ারা সাঁকুলেৎদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৩ প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক ০৩: প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। সতেরো শতকের ফরাসি রাজনীতিবিদ রিশেল্যু ও মাজারিন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ফরাসি রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৬১৪ সালের পর থেকে বিপ্লব পর্যন্ত প্রায় ১৭৫ বছর যাবৎ ফ্রান্সে কোনো পার্লামেন্ট আহ্বান করা হয়নি। এর ফলে রাজাই ছিলেন দেশের একমাত্র আইনপ্রণেতা ও সর্বেসর্বা। জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের সবটুকুই রাজা নিজের প্রাপ্য বলে মনে করতেন।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন

এ সময় ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্তি নীতির (Divine Power) ওপর নির্ভর করে চতুর্দশ লুই রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। এ ক্ষমতা বোঝাবার জন্য তিনি মন্তব্য করেন, "I am the state" অর্থাৎ "আমিই রাষ্ট্র"। ষোড়শ লুই তার আত্মজীবনীতে বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, রাজারা হচ্ছেন সর্বময় প্রভু, যেমন প্রজাদের সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার সকল প্রাকৃতিক অধিকার তার রয়েছে। (Kings are absolute masters and as such have a natural right to despose of everything belonging to their subjects)। এ স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য রাজারা জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেননি। এমনকি ফ্রান্সের বুরবোঁ শাসকরা তৎকালীন ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের অনুসৃত Enlightened Despotism-কেও অস্বীকার করেন। যার ফল হয় মারাত্মক। কেননা আইনগতভাবে রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন

সামন্ত-অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় রাজার পক্ষ থেকে সরকারি ক্ষমতা হস্তগত করে বংশমর্যাদার জোরে দেশ শাসনের সুবিধা ভোগ করত। এর ফলে শাসনক্ষেত্রে অনাচার দেখা দেয়। এ সময় জনগণের রাজতন্ত্র সম্পর্কে সমালোচনা করার কোনো অধিকারও ছিল না। পঞ্চদশ লুই মতামত প্রকাশের অধিকার রুদ্ধ করেছিলেন এই বলে, "A king is accountable for his conduct only to God." কেউ রাজ্য শাসন সম্পর্কে সমালোচনা করলে তাকে 'লেত্রি দ্য কেশে' (Lettres de cachet) নামক পরোয়ানা জারির মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস্তিল দুর্গে আটকে রাখা হতো।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

গির্জার অবাঞ্ছিত স্বাধীনতা (Unacceptable Freedom of the Church)

১৫৬১ সালের পইসির চুক্তি অনুসারে রাজা গির্জার অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। এমনকি গির্জার ভূ-সম্পত্তির ওপর রাজা কোনো কর ধার্য করতে পারতেন না। এর ফলে ফ্রান্সের গির্জা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। যাজকরা এতটা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রাজার কর্মকর্তারা তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ফরাসি রাজতন্ত্রের জন্য শুভ ছিল না।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

অযোগ্য শাসকের আবির্ভাব (Appearance of Incapable Rulers)

চতুর্দশ লুইয়ের পর ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের অযোগ্য শাসকের আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চদশ লুই ছিলেন বিলাসী, অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ব্যক্তিত্বহীন রাজা। তিনি ছিলেন উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পদ্যুয়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং সুন্দরী, অহংকারী পত্নী, অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরী এ্যান্টয়নেটের দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে তার সদিচ্ছাপরায়ণতা কোনো কাজে আসেনি। বুরবোঁ রাজাদের এরূপ অযোগ্যতা, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ব্যক্তিত্বহীনতার ফলে শাসনকার্যের সকল ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাতদের কুক্ষিগত হয়।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

অভিজাতদের দৌরাত্ম্য (Roguery of Aristocracy)

ফ্রান্সের প্রদেশগুলোতে রাজার কোনো নির্দেশ অভিজাতদের সম্মতি ছাড়া কার্যকর করা যেত না। ফ্রান্সের ১২টি পার্লামেন্টের বিচারকরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির। এর ফলে অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে রাজার কোনো আইন কার্যকর করা যায়নি। প্যারিসের পার্লামেন্টের অভিজাত বিচারপতিরা এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, মন্ত্রী টুর্গোর প্রস্তাবিত মৌলিক সংস্কার ব্যবস্থাগুলোকে কার্যকর করা যায়নি। এ জন্য ইতিহাসবিদ ডেভিড টমসন (David Thomson) বলেন, "ফরাসি রাজতন্ত্র ছিল আসলে অভিজাত বা সামন্তরাজতন্ত্র।" কার্ডিনাল রিশেল্যুর সময়কাল থেকে স্থানীয় শাসনের ভার যেসব 'ইনটেনডেট' বা রাজকীয় প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করা হয় তারা স্থানীয় অভিজাতদের দৌরাত্ম্যে শাসন কার্যকর করতে পারেননি। এমনকি কোনো কোনো শহর এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার অভাব (Indiscipline in Judiciary)

বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সে বিচারব্যবস্থাও ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে তিন শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। দেশে সামন্ত-আদালত, গির্জার আদালত ও রাজকীয় আদালত- এ তিন ধরনের আদালত প্রচলিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ আদালতগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিত। শাসনতান্ত্রিকভাবে রাজা যদিও বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন। এর ফলে বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে। জনজীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

মুদ্রা ও কর ব্যবস্থায় অসমতা (Dissimilarity in Taxation & Coinage System)
দেশের সর্বত্র একই ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা, ওজনপ্রণালি ও কর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক প্রদেশ থেকে পণ্য অন্য প্রদেশে বহন করতে হলে শুল্ক প্রদান করতে হতো। ফ্রান্সের বিপ্লবপূর্ব রাজস্বনীতি ও কর ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যাদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতা ছিল (যেমন- অভিজাত সম্প্রদায়) তারা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল। অপরদিকে, কৃষক ও বুর্জোয়াশ্রেণি ছিল করভারে জর্জরিত।

প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা

অদূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি (Imprudent Foreign Policy)

ফরাসি রাজাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতাও স্মরণযোগ্য। পঞ্চদশ লুইয়ের শাসনকালে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪০-১৭৪৮) আট বছর এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) সাত বছর লিপ্ত থেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লিখিত দুটো যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কানাডা ও ভারত থেকে ফরাসিরা বহিষ্কৃত হয়। সমুদ্রপথেও ফ্রান্স তার প্রাধান্য হারায়। এ দুটো যুদ্ধে পরাজয় ফরাসি রাজতন্ত্রের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। এরপরও ষোড়শ লুই নিবৃত্ত না হয়ে ফ্রান্সকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে রাজা তীব্র অর্থসংকটে পতিত হন। এ অর্থকষ্ট হতে মুক্তিলাভের শেষ উপায় হিসেবে ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের সভার আহ্বান করলে রাজতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণি এর সুযোগ গ্রহণ করে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। অধিকারহারা জনতা এ বিপ্লবে যোগ দিলে শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৪ ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

টপিক ০৪: ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ইউরোপে আঠারো শতক ছিল জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment)। এ শতকে ফ্রান্স তথা ইউরোপে এমন কয়েকজন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে, যাদের মেধাদীপ্ত ও মননশীল লেখা পাঠ করে মানুষ ক্রমেই যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। তারা সমাজে যা প্রচলিত তা অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে এ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিচার করতে শেখে। দার্শনিকরা রাজার স্বর্গীয় অধিকার তত্ত্বকে যুক্তির দ্বারা আক্রমণ করে এই অভিমত প্রচার করেন, রাজার ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উৎস স্রষ্টা নন, জনগণের ইচ্ছা। তারা আরও প্রচার করেন যে, প্রকৃতির নিয়মে অধিকারের সাথে কর্তব্যও থাকে। সুতরাং রাজা শুধু অধিকার ভোগ করতে পারেন না, তাকে কর্তব্যও পালন করতে হবে।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক লেফেভর বলেন, ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিকরা তাদের আলোচনা শুধু জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাকৃতিক আইনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লেফেভর বলেন, তারা ছিলেন মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ও সংস্কারে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি যেমন নিয়মে চলছে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রকেও নিয়ম মেনে চলা দরকার।

ফরাসি বিপ্লবে যেসব দার্শনিক অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্টেস্কু, জ্যঁ জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার, ডেনিস দিদেরো, জ্যান লি রন্ড ডি এলেমবার্ট প্রমুখ। নিচে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

মন্টেস্কু, ১৬৮৯-১৭৫৫ (Montesquieu, 1689-1755)

মন্টেস্কু' ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি মূলত দার্শনিক হলেও সংবিধান ও রাজনীতিবিষয়ক লেখালেখির মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে অবস্থান করেছিলেন। এ জন্য তার লেখায় ব্রিটিশ সংবিধানের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। তিনি একটি সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার লেখা সামন্ততন্ত্রের অচলায়তনকে আঘাত করে। তিনি তার যুক্তিবাদী মনন দ্বারা ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেন। ক্যাথলিক গির্জার ভূমিকা ও রাজার সীমাহীন ক্ষমতার ঘোর সমালোচক ছিলেন এ দার্শনিক। তার মতে, ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও অভিজাত নিয়ন্ত্রিত সমাজ ছিল যুক্তি বহির্ভূত ব্যবস্থা। তিনি তার প্রথম গ্রন্থ The Persian Letters উজবেক ও রিকা নামক দু'জন পারস্য দেশীয় (বর্তমান ইরান) ভ্রমণকারীর ছদ্মনামে ফরাসি সমাজের দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline. মন্টেস্কর সবচেয়ে আলোচিত ও বহুল পঠিত গ্রন্থের নাম The Spirit of Laws. প্রায় বিশ বছর পরিশ্রম করে তিনি এ গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেন এবং ১৭৪৮ সালে তা প্রকাশিত হয়।

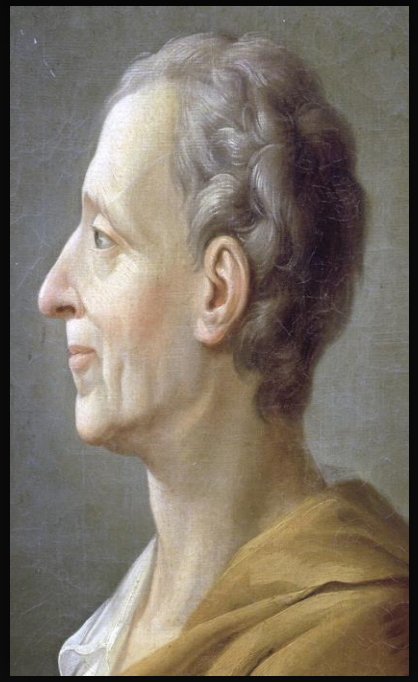

মন্টেস্কু

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

এ গ্রন্থে মন্টেস্কু লেখেন, "Forms of Government varied according to climate and circumstances, for example, that despotism was suited only to large empires in hot climates, and that democracy would work only in small city states."" এ গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, মাত্র ১৮ মাসে এর ২২টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটিগুলো উন্মোচিতই করেননি, এসব ত্রুটির সংশোধনের পথও তিনি বলে দেন। এ গ্রন্থে তিনি দুটি মতবাদ উপস্থাপন করেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

প্রথমত, তিনি বলেন, "কোনো দেশে কী ধরনের আইন ও সংগঠন থাকবে তা নির্ভর করে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রথার ওপর।" তার এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, "রাষ্ট্র ও সমাজের পশ্চাতে যে নিয়মগুলো কাজ করে তা শুধু আবিষ্কার করলেই চলবে না; তাকে প্রয়োজনবোধে সংস্কার করতে হবে।" দ্বিতীয় মতবাদটি ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব (Theory of the Seperation of Powers) সংক্রান্ত। জনগণ যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র ক্ষমতাকে তিনটি ভাগে (আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ) বিভক্ত করেন। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগকে পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করার কথা বলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "যদি একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে, তবে রাষ্ট্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাবে।" তিনি স্বর্গীয় অধিকারপ্রাপ্ত রাজতন্ত্র (Divine Power) তত্ত্বকে অস্বীকার করেন এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেন। মন্টেস্কুর দ্বিতীয় মতবাদটি দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মন্টেস্কু রাজতন্ত্রের ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেও সম্পদের সুষম বণ্টন ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের কথা বলেননি। এজন্য অনেকে তাকে বুর্জোয়া দার্শনিক বলে চিহ্নিত করেন। তবে তিনি স্বৈরতন্ত্রকে যেভাবে আক্রমণ করেন এবং এর বিকল্প হিসেবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের যে পরামর্শ দেন, তা সমকালীন সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মন্টেস্কু ফরাসি বিপ্লব দেখে যেতে পারেননি; কিন্তু তার লেখা ফরাসি জনতার মননে ব্যাপক প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছিল। ১৭৯১ সালের বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সের সংবিধানে তার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ভলতেয়ার, ১৬৯৪-১৭৭৮ (Voltaire, 1694-1778)

ভলতেয়ার ১৬৯৪ সালের ২১ নভেম্বর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ফ্রাঁসোয়া-মাঁরি আরুয়েত (François-Marie Arouet)। ভলতেয়ার ছিল তার ছদ্মনাম। তিনি ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাছাড়া তিনি স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন।

ভলতেয়ারের বাবা ফ্রঁসোয়া আরুয়েত ছিলেন সরকারের ট্রেজারি দপ্তরের একজন সাধারণ কর্মকর্তা এবং মা মারি মার্গারিত দোমার ছিলেন ফ্রান্সের পোয়াতু প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। মা-বাবার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

ভলতেয়ার ব্যঙ্গাত্মক লেখার (Satire) মাধ্যমে গির্জার অনিয়ম, দুর্নীতিগুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তিনি একাধারে কাব্য, নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধারার লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভলতেয়ার বলেন, “ইতিহাস কেবল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনি নয়। সভ্যতা ও সমাজ বিবর্তনের চিত্রও ইতিহাসে পাওয়া যায়।”

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

তিনি আরও বলেন, "অতীতের আলোকে বর্তমানকে যাচাই করার হাতিয়ার হলো ইতিহাস"। ফ্রান্সের পাঠক সমাজ ভলতেয়ারের রচনা পাঠ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকত। তার লেখাগুলোর মধ্যে Oedipe, Lettres Philosophiques, An Essay on Universal History. The Manners and Spirit of Nations এবং Zadig বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব লেখার মধ্যদিয়ে তিনি ক্যাথলিক গির্জার দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো ব্যঙ্গাত্মকভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বলেন, ‘‘গির্জা হলো কুসংস্কার ও দুর্নীতির ঘাঁটি"। এর ফলে যাজক সম্প্রদায় ও গির্জার প্রতি মানুষের আস্থার ভিত দুর্বল হয়ে যায়।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ভলতেয়ার ফরাসিদের চিন্তাজগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লবের পথ সুগম করেন। কারণ, তার লেখা পাঠ করে মানুষ অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার প্রেরণা লাভ করে। যাজক সম্প্রদায়, তাদের বিতর্কিত রীতিনীতি ও গির্জাকে আঘাত করে লিখলেও ধর্মের বিরুদ্ধে ভলতেয়ার কোনো কথা বলেননি। তার বিখ্যাত উক্তি হলো, "ঈশ্বর না থাকলে তাকে বানাতে হতো। কেননা, প্রকৃতি বলছে ঈশ্বর আছেন।" রাজতন্ত্রের সমালোচনা করায় তাকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। দু'বার তাকে কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গে অন্তরীণ রাখা হয়। শাসকগোষ্ঠীর রোষানল থেকে বাঁচার জন্য একবার তিনি ইংল্যান্ডে ও একবার প্রুশিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ভলতেয়ার অবশ্য বিপ্লবী ছিলেন না। কেননা, তিনি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কামনা করেননি। তিনি রাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক পথে পরিচালিত করার পরামর্শ দিতেন। বিপ্লবের শুরুতে ফ্রান্সের জাতীয় সংবিধান সভা যেসব সংস্কার প্রবর্তন করে, তাতে ভলতেয়ারের ধ্যান-ধারণার প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভলতেয়ারকে 'মানবজাতির বিবেক' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১৭৭৮ সালের ৩০ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

জ্য জ্যাক রুশো, ১৭১২-১৭৭৮ (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778) জ্য জ্যাক রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারিগর মনে করা হয়। তিনি তার লেখার মাধ্যমে ফরাসি মননে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, তবে সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে। (Man is born free, but everywhere he is in chains)."

রুশোর ব্যক্তিজীবন নানা ট্র্যাজেডিতে পরিপূর্ণ। ১৭১২ সালের ২৮ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক ঘড়ি প্রস্তুতকারকের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি তার মাকে হারান। এরপর তার বাবাও তাকে পরিত্যাগ করেন। সে সময় তিনি কিছুদিন ভবঘুরে জীবনযাপন করেন। অবশেষে তিনি প্যারিসে চলে যান। সেখানে ১৭৪৯ সালে "Discourse on the moral effects of the arts and sciences" শীর্ষক এক জাতীয় পর্যায়ের রচনা লেখা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

এরপর তাঁর লেখালেখি দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সমাজ, দর্শন, সংগীত, শিক্ষা, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সাহিত্য, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি শাখায় তার অবদান বিস্ময়কর। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। রুশোর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে The New Eloise, Emile Or On Education, The Confessions এবং The Social Contract। তার সর্বাপেক্ষা আলোচিত গ্রন্থের নাম The Social Contract বা সামাজিক চুক্তি। এ গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে দেখান যে, ঈশ্বর রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেননি। আদিকালে প্রকৃতির রাজ্যে সবাই স্বাধীন ও সুখী ছিল।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা সৃষ্টি হলে সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়। এর ফলে প্রতারণা ও অতৃপ্ত বাসনা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রাধান্য বিস্তার করে। এর থেকে পরিত্রাণের আশায় সমষ্টিগত ইচ্ছার কাছে ব্যক্তি মানুষ তার অধিকারকে সমর্পণ করে। এভাবে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব। সুতরাং, রাষ্ট্র বা রাজ্য জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন; এটি ঈশ্বর জসৃষ্ট কিছু নয়। ফলে সরকারের দায়িত্ব হবে, সমষ্টিগত ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা; কোনো একক ব্যক্তির ইচ্ছাকে নয়।

রুশো বলেন, স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে মানুষ যেহেতু শাসকশ্রেণির হাতে শৃঙ্খলিত হয়েছে, সেহেতু স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে তার পতন ঘটাবার অধিকার তার রয়েছে। এভাবে তিনি একদিকে রাজার Divine Right Theory-কে চ্যালেঞ্জ করেন, অপরদিকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা যোগান।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

বিখ্যাত গবেষক লেফেভর-এর মতে, "রুশোর আবেগময় দার্শনিক মত বস্তুবাদী ও ব্যবহারবাদী দর্শনকে এক নতুন শক্তি' দেয়।" তার অপর গ্রন্থ Discourse on the Origin of Inequality-তে তিনি সামাজিক অসাম্যের মূল কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, মানুষের যত প্রকার গুণ আছে, তার মধ্যে যুক্তিবাদ হলো শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষের মাঝে এ গুণটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। স্বাধীন চিন্তাশক্তির মাধ্যমে এর বিকাশ ঘটে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মানুষের বাকস্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। এভাবে রুশো তার সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, তা ফরাসি জনগণকে এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য রুশোকে The Chief Prophet of the Revolution বা বিপ্লবের প্রধান প্রবক্তা বলা হয়। তিনি ১৭৭৮ সালের ২ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

এনসাইক্লোপিডিস্ট (Encyclopedist)

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি জনগণের মানস গঠনে বিশ্বকোষ প্রণেতাদের অবদানও অপরিসীম। ডেনিস দিদেরো, ডি'এলেমবার্ট, ম্যাবলি, কদরেস প্রমুখ মনীষী ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা। বিশ্বকোষ হলো সহজ-সরল ভাষায় সব ধরনের জ্ঞানের একত্র সন্নিবেশ। ফরাসি দার্শনিকদের লেখাও এ বিশ্বকোষে স্থান পায়। ১৭৬৫ সালে এ গ্রন্থের চার হাজার কপি বিক্রি হয়। এ বিশ্বকোষে দার্শনিকদের বিমূর্ত লেখাগুলোকে সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করার ফলে তা জনগণের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats)

আঠারো শতকে ফিজিওক্র্যাট নামে একদল অর্থনীতিবিদের উদ্ভব হয় যাদের প্রবক্তা ছিলেন ইংল্যান্ডের অ্যাডাম স্মিথ। এ মতের অর্থনীতিবিদরা মার্কেন্টাইলিজমকে ভ্রান্ত মতবাদ বলে প্রচার করেন। ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুয়েসনে (Francois Quesnay) ছিলেন এ মতবাদের প্রধান প্রচারক। এরা ফ্রান্সের শুল্কনীতি ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার তীব্র সমালোচনা করে একটি অবাধ বাণিজ্যনীতি ও খাদ্যশস্যের 'খোলাদ্বার' নীতি প্রবর্তনের দাবি জানান। কুয়েসনে মনে করতেন, সম্পদের প্রধান উৎস

যেহেতু ভূ-সম্পত্তি সেহেতু কারও ভূমিকর থেকে অব্যাহতি পাওয়া উচিত নয়। এভাবে তিনি অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের কর অব্যাহতি সুবিধার তীব্র সমালোচনা করেন। এসব দাবির পাশাপাশি ফিজিওক্র্যাটরা নতুন প্রদেশ গঠন, যাজক-পুরোহিতদের শাসন-শোষণের অবসান, পদমর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন ইত্যাদি দাবি জানান। ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যে অপর বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন মিরাবো, তুর্গো, নেমুর প্রমুখ।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা (Socialist Thinkers)

ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ফরাসি সমাজের দুরবস্থার জন্য কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাকে দায়ী করেছেন। তারা সমগ্র বিষয়টিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন এবং সাম্যবাদকে এর সমাধান বলে মন্তব্য করেন। এ ধারণার অগ্রদূত ছিলেন জ্যঁ মেসলিয়ে নামের এক যাজক। তিনি বলেন, "অসমতা প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থি। প্রকৃতি সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে। সবার বাঁচার সমান অধিকার রয়েছে; অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা উপভোগ করার।" এছাড়া মরেলি, আবে মাবলি ও মিমো ল্যাংগে প্রমুখ সমাজতন্ত্রী লেখক ফরাসি জনগণের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করেন।

দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি না করলেও বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাদের লেখার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ বুঝতে পারে। মানুষ তাদের দুদর্শা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়। তাদের লেখা পাঠ করে ফরাসি জনগণ পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার প্রেরণা লাভ করে। লেফেভার বলেন, "ফরাসি দার্শনিকরা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, সামন্তপ্রথা, স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র সমালোচনার দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের ভিত নড়িয়ে দেন।" বিশেষ করে রুশোর বৈপ্লবিক উক্তি, "মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করলেও সর্বত্রই তাকে শৃঙ্খলিত করা হয়"। তৃতীয় শ্রেণির দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোর বিবেক জাগ্রত করে দেয়। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির শুরু করা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে তারা দলে দলে অংশগ্রহণ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৫ বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

টপিক ০৫: বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি আঠারো শতকের মাঝামাঝি ফরাসি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র। পাশাপাশি জেনেছি কীভাবে ফরাসি দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী-ফিজিওক্র্যাটরা ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। এ পাঠে আমরা আলোচনা করবো বিপ্লবের সূত্রপাত, ঘটনাবলি, বিপ্লবের বিস্তার, জাতীয় সংবিধান সভার কার্যাবলি ও সংস্কারসমূহ, চার্চের পুনর্গঠন, জিরন্ডিন্স ও জ্যাকোবিন দল, সন্ত্রাসের শাসন ইত্যাদি বিষয়।

ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাবলিকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়:

ক. ১ম পর্ব: ১৭৮৮-১৭৯২ সাল পর্যন্ত (এ সময়ের ঘটনাবলি মূলত আইন ও সংবিধান সংক্রান্ত এবং মোটামুটি শান্তিপূর্ণ);

খ. ২য় পর্ব: ১৭৯২-১৭৯৪ সাল পর্যন্ত (এ সময়ের ঘটনাবলি চরম দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ; বিপ্লবীদের সাথে দেশি প্রতিবিপ্লবী ও বিদেশি শত্রুদের সংঘাত মোকাবিলায় কেন্দ্রীভূত শাসনের সূত্রপাত ঘটে);

গ. ৩য় পর্ব: ১৭৯৪-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত (ডাইরেক্টরির শাসন); '

ঘ. ৪র্থ পর্ব: ১৭৯৯-১৮১৫ সাল পর্যন্ত (নেপোলিয়নের শাসনকাল)

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

১ম পর্ব (First Phase)

বিপ্লবের সূচনা (Beginning of the Revolution)

১৭৭৪ সালে বুরবোঁ বংশীয় শেষ রাজা ষোড়শ লুই যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন ততদিনে ফ্রান্সে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেকোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে পারে এরূপ পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণ এক শাসকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ষোড়শ লুই ছিলেন রাজা হিসেবে অযোগ্য। তিনি ভোজনবিলাসী স্ত্রৈণ রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

অ্যান রবার্ট জ্যাক টুর্গোর সংস্কার প্রচেষ্টা

Reformation Attempts of Anne Robert Jacques Turgot

ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করে রাজকোষ প্রায় শূন্য দেখতে পান। তার ওপর তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিলে অর্থ সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। আবার, ১৭৭৪ সালে খরার ফলে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। এতে খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্সের প্রধান পার্লামেন্ট 'প্যারিস পার্লামেন্ট' এরূপ পরিস্থিতির জন্য রাজা ষোড়শ লুই ও তার মন্ত্রী টুর্গোকে দায়ী করে। সাঁকুলেরা দাঙ্গা বাধায়। টুর্গো বল প্রয়োগে এ দাঙ্গা (Bread Riot) দমন করেন। ফলে টুর্গো জনপ্রিয়তা হারান, জনতা তার পদত্যাগ দাবি করে। টুর্গো ফ্রান্সের অর্থনীতি উদ্ধারকল্পে ব্যয়-সংকোচন নীতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, রাজস্ব আয় ও সরকারি ব্যয়ের মধ্যকার বিশাল ঘাটতি কর কাঠামো সংস্কার ভিন্ন দূর করা সম্ভব নয়। টুর্গো ছয় দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এসব প্রস্তাবে ছিল অভিজাতদের কর দিতে বাধ্য করা, প্রাদেশিক পার্লামেন্টকে ঢেলে সাজানো, ভূ-স্বামীদের কর অব্যাহতি বাতিল করা, রানির অমিতব্যয়কে সংকুচিত করার প্রস্তাব করা হয়। টুর্গোর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবসম্মত হলেও তা কোনো পক্ষকেই খুশি করতে পারেনি।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

জ্যাক নেকারের সংস্কার প্রচেষ্টা (Reformation Attempts of Jacques Necker)

টুর্গোর ছয়টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার অনেকে বিশেষ করে স্বয়ং রানি এবং প্যারিসের পার্লামেন্ট প্রচণ্ড বিরোধিতা করলে রাজা তাকে বরখাস্ত করে নেকার-কে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন। নেকার ছিলেন ব্যাংক মালিক ও পুঁজিপতি শ্রেণির আস্থাভাজন ব্যক্তি। টুর্গোর সংস্কার প্রস্তাবের পরিণতি দেখে তিনি সেই পথ পরিত্যাগ করেন। তিনি সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য ৮-১০% সুদে ৫৩ কোটি লিভর ঋণ নিয়ে ফ্রান্সের অর্থনীতির ডুবন্ত জাহাজকে ফুটো করে দেন। হতাশ রাজা নেকারকে পদচ্যুত করে ক্যালোনকে (Charles Alexandre de Calonne) অর্থমন্ত্রী পদে বসান। ক্যালোন দেখেন যে, ফরাসি সরকারের মোট খরচ ৬২ কোটি ৯০ লাখ লিভর, আর আয় ৫০ কোটি ৩০ লাখ লিভর; ১২ কোটি ৬০ লাখ লিভর ঘাটতি। তিনি রাজাকে বলেন যে, রাজা যদি ঋণের দায়কে অস্বীকার করেন তাহলে অর্থসংকট দূর হবে। কিন্তু রাজা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে রাজি হননি। ফলে ক্যালোন কতিপয় কর প্রস্তাব করেন। তার এ প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করতে অভিজাতদের অধিবেশন ডাকার জন্য রাজাকে পরামর্শ দেন।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

অভিজাতদের সভা আহ্বান (Summoning of Meeting with the Aristocrats)

১৭৮৭ সালে রাজা অভিজাতদের সভা আহ্বান করেন। এর মধ্য দিয়েই অভিজাতরা প্রথম রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। অভিজাতরা অধিবেশনে বসলে রাজার প্রদত্ত ঘাটতির হিসাবের প্রতি তারা সন্দেহ পোষণ করে এবং ক্যালোনের কর প্রস্তাবকে সংবিধানবিরোধী আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। লেফেভার বলেন, "যেক্ষেত্রে রাজা তার বিশেষ অধিকারবলে ক্যালোনের প্রস্তাবগুলো কার্যকর করতে পারতেন সেক্ষেত্রে অভিজাত সভা আহ্বান করে তার অনুমোদন প্রার্থনা ছিল রাজার নিজের নতজানু হওয়া। এর ফলে রাজার দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং অভিজাতরা সাহসী হয়ে ওঠে।" রাজা ক্যালোনকে পদচ্যুত করে ব্রিয়ানকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ব্রিয়ান মন্ত্রী হয়ে রাজস্ব ঘাটতির হিসাব পেশ করেন এবং সভার সামনে উল্লেখ করেন যে, তিনি ক্যালোনের কর প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করেন। তিনি অভিজাতদের কাছে প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের দাবি জানান। কিন্তু অভিজাত সভা এ প্রস্তাব অনুমোদন না করলে রাজা সভা ভেঙে দেন।

পার্লামেন্ট অব প্যারিসের ভূমিকা (Role of Parliament of Paris)

মন্ত্রী ব্রিয়ানের পরামর্শে রাজা কর সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো নিবন্ধনের জন্য পার্লামেন্ট অব প্যারিসের কাছে পেশ করেন। এটি ছিল মারাত্মক ভুল, কেননা দীর্ঘকাল ধরে এ পার্লামেন্ট বুরবোঁ রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে আসছিল। এ পার্লামেন্টের বিচারকদের মধ্যে মাত্র ৭ জন ছিলেন রাজবংশীয় অভিজাত আর ২৭ জন ছিলেন পোশাকি অভিজাত, যারা রাজার ক্ষমতা ছাঁটাই করতে আগ্রহী ছিল। এরা রাজার আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। এ বিচারসভা মন্ত্রী ব্রিয়ানকে তার কর প্রস্তাবের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করে এবং বেআইনি কর প্রস্তাবের জন্য প্রাণদণ্ডের হুমকি দেয়। এমনকি তারা রাজার ক্ষমতা ছাঁটাই করার জন্য কতিপয় পুস্তিকা ছাপিয়ে জনমতকে তাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। তারা নিজেদের জনগণের প্রতিনিধি সভা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা চালায়।

রাজকীয় পার্লামেন্টে কর প্রস্তাব নিবন্ধন
(Registration of Tax Proposals at the Royal Parliament)

অভিজাত পার্লামেন্টের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে রাজা রাজকীয় অধিবেশন ডেকে কর প্রস্তাবগুলো নিবন্ধিত করেন। এর ফলে পার্লামেন্ট অব প্যারিস ও এর অভিজাতরা বিক্ষুব্ধ হন। তারা রাজকীয় নিবন্ধনকরণকে বেআইনি ঘোষণা করেন।

এর ফলে রাজা পার্লামেন্টের প্রতিবাদী সদস্য অর্লিয়েন্সের ডিউক এবং অপর দুই সোচ্চার সদস্যকে প্যারিস থেকে বহিষ্কার করেন। পার্লামেন্টের অপর সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ১৭৮৮ সালের ৩ মে 'মৌলিক অধিকার আইন বিধি' ঘোষণা করে তৃতীয় শ্রেণিকে তাদের পক্ষে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইতিহাসবিদ কোব্বানের মতে, 'এটি ছিল রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের আইনি বিদ্রোহ।' এবার রাজা ষোড়শ লুই কঠোর হন। তিনি ৮ মে ১৭৮৮ সালে প্যারিস পার্লামেন্ট মুলতুবি ঘোষণা করেন। পার্লামেন্টের সবচেয়ে সোচ্চার দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন। ৫৭টি নতুন আদালত স্থাপন করে প্যারিস পার্লামেন্টের স্থলে এগুলোকে দায়িত্ব দেন। তৃতীয় শ্রেণিকে সামন্তপ্রভুদের ম্যানর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় আদালতে আপিলের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে দৃঢ়তা প্রয়োজনের সময় প্রদর্শনের দরকার ছিল রাজা তা না করায় ইতোমধ্যে অভিজাতরা বিদ্রোহ করার সাহস সঞ্চয় করে ফেলে।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

দেশব্যাপী প্রতিবাদ, রাজার পশ্চাদপসারণ

(Protest around the country & the King's Step down)

ষোড়শ লুইয়ের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ দেখা দেয়। প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক সভাগুলো প্রতিবাদে সোচ্চার হলে ক্যাথলিক গির্জা তাতে যোগ দেয়। কারণ গির্জার সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল। প্রাদেশিক অভিজাতরা পার্লামেন্টের ক্ষমতা হরণের প্রতিবাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। দ্যফিনে, দুজো, তুলো ইত্যাদি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অভিজাত, উচ্চশ্রেণির যাজক ও বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ১৭৮৮ সালের ২১ জুলাই 'ভার্সাই' নামক স্থানে মিলিত হয়ে এস্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা আহ্বানের দাবি জানায়।

দেশে প্রবল প্রতিবাদে ষোড়শ লুই মনোবল হারিয়ে ১৭৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিস পার্লামেন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদেশিক সভা ও অন্যান্য সভার অধিকার ফিরিয়ে দেন। মন্ত্রী 'ব্রিয়ান' ১৭৮৯ সালের ১ মে 'এস্টেটস জেনারেল' আহ্বান করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এরপর ২৪ আগস্ট তিনি পদত্যাগ করেন। বিজয়ী 'প্যারিস পার্লামেন্ট' ঘোষণা করে যে ১৬১৫ সালে এস্টেটস জেনারেল যেভাবে গঠিত ছিল- ৩টি শ্রেণির সমান সংখ্যক আসন- সেভাবেই আসন্ন জাতীয় সভা গঠিত হবে। লেফেভারের মতে, "This was the aristocracy's victory." কিন্তু রাজার সংস্কার প্রচেষ্টাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অভিজাতরা যে বিজয় অর্জন করে তা শুধু রাজার পতনকেই ত্বরান্বিত করেনি বরং তাদের পতনকেও নিশ্চিত করেছিল। অভিজাতদের এ বিদ্রোহই ছিল ফরাসি বিপ্লবের সূচনাপর্ব।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

এস্টেটস জেনারেল গঠন ও বিপ্লব সংঘটন
(Formation of Estates General & Revolution Occurance)

রাজা কর্তৃক এস্টেটস জেনারেল আহ্বানের ঘোষণার সাথে সাথে তৃতীয় সম্প্রদায় থেকে দাবি ওঠে: ক) অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় থেকে যত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে তৃতীয় শ্রেণি থেকে তার সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে; খ) প্রত্যেক সদস্যকে 'একটি ভোট' দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। ১৭৮৮ সালের ডিসেম্বরে রাজা তাদের এ দাবি মেনে নেন। ১৭৮৯ সালের বসন্তে নির্বাচন হয়। যারা জন্মসূত্রে ফরাসি নাগরিক, কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক এবং যারা ট্যাক্স প্রদান করতে সক্ষম তাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

ক. এস্টেট জেনারেলের গঠন ও থার্ড এস্টেটের উত্থান (Formation of Estate General & Rise of 3rd Estate): ১৭৮৯

সালের ৫ মে ভার্সাই নগরীতে অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে যাজক সম্প্রদায়ের ৩০০, অভিজাত সম্প্রদায়ের ৩০০ এবং তৃতীয় শ্রেণির ৬০০ প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের পর দেখা গেল- তৃতীয় শ্রেণি থেকে ৫৭৮ জন, যাজকদের থেকে ২৯১ জন এবং অভিজাত শ্রেণি থেকে ২৭০ জন প্রতিনিধিসহ মোট ১১৩৯ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। মৃত্যুবরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্যান্য কারণে বাকি ৬১ জন নির্বাচিত হতে পারেনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কতিপয় যাজক ও অভিজাত তাদের পক্ষ ত্যাগ করে তৃতীয় শ্রেণির পক্ষে যোগ দিলে এ অধিবেশনে তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২১ জন। নির্বাচিত হয়েই তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা 'ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন। এ দলের নেতৃত্ব দেন আবে সিয়েস, মুনিয়ে ও মিরাবো। এ দলটি দাবি করে যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একই সঙ্গে অধিবেশনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাথাপিছু একটি ভোটের ভিত্তিতে প্রতিনিধি সভার কার্য পরিচালনা করতে হবে। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় এ দাবির বিরোধিতা করলে রাজা তাদের পক্ষাবলম্বন করেন।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

অধিবেশনে তৃতীয় শ্রেণির দাবি নিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তৃতীয় শ্রেণির অন্যতম নেতা আবে সিয়েসের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের এক প্রতিনিধি বেইলিকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৭৮৯ সালের ১২ জুন থেকে তাকে সকল সদস্যের হাজিরা নথিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরপর তিনটি কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিলের হুমকি প্রদান করা হয়। আবে সিয়েসের পরামর্শ অনুযায়ী বেইলি ১২-১৪ জুন হাজিরা নেন। দেখা গেল অভিজাত ও যাজকবৃন্দ হাজিরা দেননি। ইতোমধ্যে আবে সিয়েস What Is the Third Estate? নামক এক গ্রন্থে 'অপরিহার্য মৌলিক উপাদানতত্ত্ব' (Doctrine of Constituent Power) ব্যাখ্যা করেন। এ তত্ত্বে তিনি বলেন যে, ফরাসি জাতি বলতে বোঝায় তৃতীয় শ্রেণি। কেননা, যাজকরা কোনো শ্রেণি নয়, কারণ তারা বৃত্তিজীবী। আর অভিজাতরা এতদিন তৃতীয় শ্রেণি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে 'জাতি' হিসেবে দাবির অধিকার হারিয়েছে। সভাপতি বেইলি বলেন, "তৃতীয় শ্রেণি হলো প্রকৃত জাতি, একে কারো আদেশ করার অধিকার নেই।"

যাজক ও অভিজাতরা হাজিরা না দিলে ১৭ জুন তৃতীয় শ্রেণি নিজেদেরকে প্রকৃত জাতীয় সভা বা National Assembly বলে ঘোষণা দেয়। এ সভা আরও ঘোষণা করে যে, তাদের অনুমতি ছাড়া রাজা কর আদায় করতে পারবেন না। তৃতীয় শ্রেণির এরূপ সিদ্ধান্তে রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তাদের অধিবেশনে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

খ. টেনিস কোর্ট শপথ (Tennis Court Oath): তৃতীয় শ্রেণির সদস্যরা অধিবেশন কক্ষে ঢুকতে না পেরে ২০ জুন ১৭৮৯ সালে ডা. গিলোটিন-এর পরামর্শে নিকটবর্তী টেনিস কোর্টে মিলিত হয়ে শপথগ্রহণ করে। এ শপথে বলা হয়- ক) ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় সভা বলবৎ থাকবে; খ) যে স্থানেই এ সভা বসবে সে স্থানেই এ সভা বৈধ বলে গণ্য হবে। এ শপথ বিখ্যাত Tennis Court Oath নামে পরিচিত। বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণির এ 'আইনগত বিদ্রোহের' ফলে অভিজাত ও পার্লামেন্ট অব প্যারিসের বিচারকরা তাদের শ্রেণির হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে দেখে রাজাকে বল প্রয়োগের অনুরোধ জানান। কিন্তু রাজা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। রাজা শেষ পর্যন্ত ২৩ জুন তিন শ্রেণির মিলিত এক অধিবেশন আহ্বান করেন।

টেনিস কোর্ট শপথ

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

অধিবেশনের শুরুতে রাজা আবার পূর্বের রাজকীয় আদব-কায়দা চালু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজাত ও যাজকরা অধিবেশনে প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। সেদিনটি ছিল বর্ষণমুখর। তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরা বৃষ্টির মধ্যে অধিবেশন কক্ষের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাগে অপমানে তাদের মেজাজ বিগড়ে যায়।

অধিবেশন শুরু হলে রাজা কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাজা তার অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর জাতীয় সভার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন। নাগরিক স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মেনে নেন। তিনি প্রাদেশিক এস্টেটের ক্ষমতা বাড়িয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব দেন। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে যাজকদের মত নেওয়ার কথা বলেন। রাজা আরও বলেন, এসব সংস্কার এস্টেটস জেনারেলের বিবেচনা সাপেক্ষে কার্যকর হবে। কিন্তু, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটদান মাথাপিছু হবে নাকি শ্রেণিপিছু হবে এ ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় এসব সংস্কার প্রস্তাব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

গ. তৃতীয় শ্রেণি কর্তৃক অধিবেশন কক্ষের নিয়ন্ত্রণ দখল (Taking Control of the Assembly by 3rd Estate): রাজার প্রস্থানের পর সভা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সবাইকে অধিবেশন কক্ষ পরিত্যাগের আহ্বান জানান। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় কক্ষ ত্যাগ করলেও তৃতীয় শ্রেণির সদস্যরা অধিবেশন কক্ষে বসে থাকে। বেইলি এ সভায় ঘোষণা করেন, 'তৃতীয় শ্রেণির সভাই হলো জাতীয় সভা। এ সভাকে কেউ আদেশ দিতে পারে না।' আবে সিয়েস বলেন, 'তৃতীয় শ্রেণির সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া রাজকীয় ঘোষণা কার্যকর হবে না'। মিরাবো বলেন, 'অস্ত্রের সাথে উৎখাত করা না হলে আমরা এখান থেকে নড়ব না। তৃতীয় শ্রেণি অধিবেশন কক্ষ দখল করে নিয়ন্ত্রণ নিলে ১৩৯ জন উচ্চ পর্যায়ের যাজক এবং ৪৭ জন অভিজাত তাদের সাথে যোগ দেন। তৃতীয় শ্রেণির এরূপ বিদ্রোহে রাজা একেবারে মনোবল হারিয়ে ফেলেন। ১৭৮৯ সালের ২৭ জুন তিনি অপর দুই শ্রেণির সদস্যদের তৃতীয় শ্রেণির সাথে যোগ দিয়ে এক কক্ষে মাথাপিছু ভোট দিতে আদেশ দেন। এর ফলে তৃতীয় শ্রেণি ঘোষিত জাতীয় সভা সংবিধান সভাতে পরিণত হয়। বিজয়ের আনন্দে ভার্সাই নগরীতে আলোকসজ্জা করা হয়।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

বাস্তিল দুর্গের পতন ছিল একটি বড় ঘটনা। কেননা এটি ছিল রাজতন্ত্রের প্রতীক। এ দুর্গের পতন স্বৈরতন্ত্রের পতনকেই নির্দেশ করে। বাস্তিলের পতনের সংবাদে রাজা স্বগত উচ্চারণ করেন, 'এটা বোধ হয় বিদ্রোহ'। পাশেই দণ্ডায়মান সভাসদ বলেন, 'না রাজা মহাশয়, এ বিদ্রোহ নয়, এ হচ্ছে বিপ্লব'।

জনতার এ রুদ্ররোষ দেখে রাজা ও তার সভাসদ আতঙ্কিত হন। ফলে রাজা বলপূর্বক জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। নেকারকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং প্যারিসের রাস্তা থেকে সেনা অপসারণ করেন।

প্যারিসের সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। প্রদেশ এবং গ্রামগুলোতে সামন্তপ্রভুদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে বিপ্লবীরা গুঁড়িয়ে দেয়। অভিজাতদের কাছে রক্ষিত কৃষকদের ঋণের দলিলসমূহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এনক্লোজার বা বেষ্টনীগুলো ভেঙে ফেলা হয়। পশুচারণ ভূমিগুলো কৃষকরা দখল করে নেয়। গির্জার টাইদ ও সামন্তপ্রভুদের কর দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশ যারা গ্রামে বসবাস করত তারা কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করে। ইতোমধ্যে গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে অভিজাতরা ভাড়াটে সেনা পাঠিয়ে গ্রামের শস্যক্ষেতগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে অভিজাতদের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে সামন্তপ্রভু ও অভিজাতরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে আসেন। এভাবে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ পতনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের শহর-নগর-গ্রাম সর্বত্র বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য ১৪ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পতন (Fall of Monarchy)

বাস্তিল দুর্গ পতনের পরও রাজা শেষ চেষ্টা হিসেবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন। তিনি ফ্লান্ডার্স থেকে রাজভক্ত সৈন্যদের ভার্সাই নগরীতে ডেকে আনেন। কিন্তু কয়েকজন বিপ্লবী নেতা ও একটি সংবাদপত্র ভাসমান জনতা বা সাঁকুলেৎকে এ মর্মে পরামর্শ দেয় যে, রাজাকে ভার্সাই থেকে প্যারিসে আনা সম্ভব হলে তাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে। ফলে হাজার হাজার নারী ১৭৮৯ সালের ৫ অক্টোবর 'রুটি চাই' স্লোগান দিয়ে ভার্সাই নগরী অভিমুখে যাত্রা করে। তারা ভার্সাই প্রাসাদ অবরোধ করে রাজা, রানি ও তার বালকপুত্রকে প্যারিসে আসতে বাধ্য করে। রাজ পরিবারকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে তারা স্লোগান দেয়, 'আমরা রুটিওয়ালা, রুটিওয়ালার স্ত্রী এবং তার বালকপুত্রকে পেয়েছি। এবার আমরা রুটি পাব।' জাতীয় পরিষদও ভার্সাই হতে প্যারিসে স্থানান্তর করা হয়। রাজা বিপ্লবী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন।

বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠা (Establishment of Paris Commune)

প্যারিস নগরীতে সাঁকুলেৎদের হিংস্র আচরণ ও লুটপাট বুর্জোয়াশ্রেণির আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ জন্য বিপ্লবের রাশ টেনে ধরা এবং প্যারিসবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হোটেল দ্য ভিলেতে মিলিত হয়ে একটি 'পৌর সমিতি' গঠন করেন। বেইলিকে সভাপতি করে গঠিত এ সমিতির নাম দেওয়া হয় 'প্যারিস কমিউন'। কমিউনের নির্দেশে একটি নাগরিক সেনাদল বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। এ রক্ষীদল থেকে ভবঘুরে ও শ্রমিকদের বাদ দেয়া হয়। প্যারিস কমিউনকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং লাফায়েতের নেতৃত্বে রক্ষীদলকে এ কমিউনের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বিপ্লব-বিপর্যস্ত রাজা এ কমিউনকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। শাসনের সুবিধার জন্য প্যারিস কমিউনকে ৬০টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। কমিউন ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণি বিপ্লবের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে প্যারিসের উন্মত্ত জনতাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের অন্য শহরগুলোতেও পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত কমিউন গঠিত হয়। এ কমিউনগুলো পরস্পরের সাথে চুক্তি করে। এভাবে স্বায়ত্তশাসিত কমিউনগুলোর সমন্বয়ে ফ্রান্স একটি যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৬ বিপ্লবের ২য় পর্ব

টপিক ০৬: বিপ্লবের ২য় পর্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিপ্লবের ২য় পর্ব

ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলি ১৭৮৯-৯১ (Activities of the Constituent Assembly): আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,
রাজার নির্দেশে তিনটি শ্রেণি একত্রে জাতীয় সভায় মিলিত হলে এবং সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নিলে জাতীয় সভা (National Assembly) সাংবিধানিক সভায় (Constituent Assembly) পরিণত হয়। এ সভায় আইনজীবী ২০%, চাকরিজীবী ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ১৩% ও কৃষক প্রতিনিধি ছিলেন ৭%-১০%। অর্থাৎ এ সভায় বুর্জোয়ারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে এ সংবিধান সভা পুরাতন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা করে।
সামন্তপ্রথার বিলোপ (Abolition of Feudalism): ১৭৮৯ সালের ৪ আগস্ট জাতীয়সভা সামন্ততন্ত্র লোপ করে যে আইন পাস করেছিল, সংবিধান সভা তাকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়। এভাবে সংবিধান সভা ভূমিদাস প্রথা, বেগার বা কর্ভি প্রথা, টাইদ বা ধর্মকর, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, বৈষম্যমূলক কর, আন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বাতিল করে।

বিপ্লবের ২য় পর্ব

মানবাধিকার ঘোষণাপত্রী (Declaration of Human Rights): এ সভা ২৬ আগস্ট 'ব্যক্তি ও অধিকারগুলোর ঘোষণাপত্র' নামে মোট ১৭টি অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এ ঘোষণাপত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর অন্য ধারাগুলোর মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে সবার সমান অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকার, বিনা কারণে কাউকে গ্রেপ্তার না করা ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ ঘোষণা সরকারি ক্ষমতার বিভাজনকে কার্যকর করে স্বৈরতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে।

প্রশাসনিক সংস্কার (Administrative Reform): সংবিধান সভা ফ্রান্সকে আয়তনের ভিত্তিতে ৮৩টি সমান প্রদেশে বিভক্ত করে। প্রদেশগুলোকে ৫৪৭টি জেলায় এবং জেলাগুলোকে কমিউনে বিভক্ত করে প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ভোটাধিকার সার্বজনীন ছিল না। যে সব নাগরিক অন্তত তিন দিনের মজুরি সরকারকে প্রদানে সক্ষম তাদের 'সক্রিয় নাগরিক' (Active citizen) এবং যারা তা দিতে অক্ষম তাদের 'নিষ্ক্রিয় নাগরিক' (Passive citizen) বলে অভিহিত করা হয়। এভাবে ফ্রান্সে তৎকালীন ২ কোটি ৬০ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র ৪৫ লাখ 'সক্রিয় নাগরিক' বলে বিবেচিত হয়। এরা ছিল ভোটাধিকার প্রাপ্ত।

বিপ্লবের ২য় পর্ব

বিচারব্যবস্থার পুনর্গঠন (Reform of Judiciary): ফরাসি সংবিধান সভা বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হয়। দু'টো জাতীয় আদালত গঠন করা হয়। একটি আপিল আদালত ও আরেকটি উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট)। বিচারকদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। ফৌজদারি মামলায় নাগরিকদের মধ্য থেকে 'জুরি' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সর্বত্র একই ধরনের ওজন ও পরিমাপ চালু করা হয় এবং আন্তঃশুল্ক তুলে দেওয়া হয়। বিচারকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিচারপ্রার্থীর কাছ থেকে কোনো ফি বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

আর্থিক সংস্কার (Financial Reform): আমরা দেখেছি যে, মূলত আর্থিক সংকট দূর করার জন্যই রাজা এস্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন এবং এর ফলেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবের ফলে রাজস্ব আদায় কমে যায়। এতে আর্থিক সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় সভা জনগণের কাছে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানায়। এতে কেউ এগিয়ে না এলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ঋণ' দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এতেও কেউ এগিয়ে না এলে জাতীয় সভা গির্জার ভূ-সম্পত্তি জাতীয়করণ করে এবং মূল্যের ভিত্তিতে 'এ্যাসিন্ডিয়ো' (Assignat) নামে মুদ্রার প্রচলন ঘটায়। বছর খানেক পর এটি ব্যাংক নোটে পরিণত হয়।

বিপ্লবের ২য় পর্ব

গির্জা সংস্কার (Reform of Church): গির্জার ভূ-সম্পত্তি জাতীয়করণের পর গির্জা সংস্কারে হাত দেয় সংবিধান পরিষদ। যাজকদের সরকারের কোষাগার থেকে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়। বিশপ ও অন্যান্য স্তরের যাজকরা পোপ কর্তৃক নিযুক্ত না হয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যাজকদের দেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেওয়া হয়। খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ সংস্কার অবশ্য ফ্রান্সের জন্য শুভ হয়নি। কেননা, মাত্র ৭ জন যাজক সংবিধানের অধীনে শপথ নেয় এবং গ্রাম্য যাজকদের অর্ধেকের বেশি শপথ নেয়নি। 'পোপ' এ বিধানের নিন্দা করেন। এর ফলে পরবর্তীতে ফ্রান্সে ধর্মীয় বিভক্তি দেখা দেয়।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' (Composition of the Constitution): মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ধারণার সাথে মিল রেখে সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন করে। এ সংবিধান এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭৪৫ জন এবং কার্যকাল হয় দুই বছর। সক্রিয় নাগরিকরা আইনসভার সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। এ সংবিধান রাজার আইন প্রণয়ন ও বিচার করার ক্ষমতা বিলুপ্ত ঘোষণা করে। রাজাকে কোনো আইনের বিরুদ্ধে Veto (নিষেধাজ্ঞা) প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়, তবে বলা হয় পার্লামেন্ট একই আইন পরপর তিনবার পাস করলে রাজার অনুমোদন ছাড়াই তা কার্যকর হবে। রাজার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এ শাসনতন্ত্রে আরও নিয়ম করা হয় যে, জাতীয় সংবিধান সভার কোনো সদস্য নতুন আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।

নতুন সংবিধানের বেশকিছু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির ওপর বেশি আস্থা দেখানোর ফলে রাষ্ট্রপরিচালনায় অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন- রাজা ও তার মন্ত্রীদের শাসন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি।

বিপ্লবের ২য় পর্ব

আবার এ সংবিধান অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার প্রদান করেনি। এমনকি মনে করা হয়, সাম্যবাদের প্রবক্তা রুশো বেঁচে থাকলে তিনিও ভোট দিতে পারতেন না, কেননা তিনি ছিলেন দরিদ্র। ফ্রান্সের বিপ্লবকালীন জাতীয় সংবিধান সভার কার্যকাল ছিল মাত্র দুই বছর (১৭৮৯-১৭৯১)। সংবিধান সভায় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রাধান্য থাকায় এ সংবিধানে তাদের অধিকার রক্ষিত হয়েছে বেশি। অপরদিকে, যে দরিদ্র সাঁকুলেৎদের ঘাড়ে ভর করে বুর্জোয়া সফল সাফল্যমণ্ডিত হয় তাদের ভোটাধিকার পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। তবে এ সংবিধান ফ্রান্সের পুরানো যুগের (Old Regime) অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটায়, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয় এবং জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। তবে তারপরও দরিদ্রশ্রেণি উপেক্ষিত থাকায় এ সংবিধান আরেকটি বিপ্লবের বীজ বপন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৭ বিপ্লবের ৩য় পর্ব

টপিক ০৭: বিপ্লবের ৩য় পর্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসন (Rule of Constitutional Monarchy)

জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দল: ১৭৯১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের নতুন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ঐ বছরের ১ অক্টোবর থেকে সংবিধান সভার মেয়াদ শেষ হয়ে আইনসভা (Legislative Assembly) তার কার্যক্রম শুরু করে। এর মাধ্যমে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসনকাল শুরু হয়।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী, সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত ৭৪৫ জন সদস্য নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে প্যারিসে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হলে এসব গোষ্ঠীর প্রভাবে আইনসভার সদস্যরা ৪টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম ভাগ: নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা ফিউলান্ট। এরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। আইনসভায় এদের সংখ্যা ছিল ২৬৪। এরা সভাপতি বা স্পিকারের ডান দিকে বসতেন। দ্বিতীয় ভাগ: কিছুসংখ্যক সদস্য স্পিকারের বাম দিকে বসতেন। এরা প্রজাতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে ফ্রান্সের 'জিরন্ড' প্রদেশ থেকে আগত বলে 'জিরন্ডিস্ট' নামে পরিচিত ছিলেন।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

তৃতীয় ভাগ: এদের অপর অংশ ছিল উগ্র বামপন্থি ও প্রজাতন্ত্রী। এরা 'জ্যাকোবিন' নামে এক চরমপন্থি দলের সদস্য হওয়ায় 'জ্যাকোবিন' নামে পরিচিত হন। চতুর্থ ভাগ: এ ভাগে ৩৫৫ জন সদস্য ছিলেন দল নিরপেক্ষ। এরা সভাগৃহের মাঝখানে বসতেন। এরা ছিলেন মডারেট বা মধ্যপন্থি।

জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে ছিলেন দান্তন, মারাট ও রোবসপিয়ার। জিরন্ডিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ব্রিসো, ভাগিনোড়, কনডোরসেট ও দ্যমুরিয়ে। নিয়মতান্ত্রিক গ্রুপের নেতা ছিলেন লাফায়েত।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

আইনসভা তার কার্যকাল শুরু করলে প্রথমেই দুটো সমস্যার মুখোমুখি হয়। প্রথমত, এক শ্রেণির যাজক গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করেন। এরা ছিলেন রাজতন্ত্রের আদলে রাজকীয় ব্যবস্থার সমর্থক। গ্রামাঞ্চলে এদের অনেক সমর্থক ছিল। দ্বিতীয়ত, রাজতন্ত্রপন্থি বা এমিগ্রিরা (Emigres) পালিয়ে ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সময় একমাত্র ইংল্যান্ড ছাড়া অপর সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইংল্যান্ড প্রথমে বিপ্লবকে স্বাগত জানালেও পরবর্তীতে রক্ষণশীল মনোভাব প্রদর্শন করে। এমিগ্রিরা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, যদি ফ্রান্সে বিপ্লবী সরকার সফল হয় তবে ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রেও বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে এবং রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাবে।

জর্জ দান্তন

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

প্রথম সমস্যা মোকাবিলায় আইনসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেসব যাজক নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হবে। দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে আইনসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এমিগ্রিদের ১৭৯২ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ফ্রান্সে ফিরে আসতে হবে, নতুবা তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। রাজার কাছে এ আইন দুটো উপস্থাপন করা হলে রাজা স্থগিতাদেশ দেন। এতে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দল ক্ষিপ্ত হয়।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

১৭৯২ সালের ২০ জুন উগ্রপন্থিদের প্রভাবে প্যারিসের জনতা ষোড়শ লুইয়ের টুইলারিজ প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজাকে অপদস্থ করে। রাজা তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হন। তিনি অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। কিন্তু সীমান্তবর্তী ভারেন্নে নামের গ্রামে জনতার হাতে ধরা পড়েন। তীব্র ধিক্কার ও অপমানের মুখে রাজা সপরিবারে প্যারিসে ফিরে আসেন। এ ঘটনার পর রাজতন্ত্র উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৫ জুলাই জ্যাকোবিনদের প্ররোচনায় এ মর্মে আইনসভার কাছে এক গণদাবি প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশ থেকেও গণদাবি আসতে থাকে।

১৭৯২ সালের ১০ আগস্ট বিপ্লবী কমিউনগুলো আবার 'টুইলারিজ' প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং রাজা ও রানিকে বন্দি করা হয়। জ্যাকোবিন দলের প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত জনতা আইনসভা ঘেরাও করে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবি জানায়। জ্যাকোবিনরা সংখ্যায় কম হলেও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের তাদের পক্ষে সম্মতিদানে বাধ্য করে। ফলে রাজতন্ত্র অবসান হয়। রাজাকে বিচারাধীন বন্দি রাখার আদেশ দেওয়া হয়। ১৭৭১ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়। পরদিন ১১ আগস্ট আইনসভা সিদ্ধান্ত নেয়- ১) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের পার্থক্য লোপ করা হবে; ২) গণভোটের ভিত্তিতে নতুন আইনসভা গঠিত হবে; ৩) ততদিন জিরন্ডিস্ট মন্ত্রিসভা ফ্রান্সের শাসনকার্য পরিচালনা করবে; ৪) প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ প্যারিস কমিউনের হাতে থাকবে। ১০ আগস্টের প্যারিসের জনতার বিদ্রোহের ফলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেরও পতন ঘটে। ইতিহাসবিদ লেফেভার একে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

জিরন্ডিস্ট শাসনামল (১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২-২ জুন ১৭৯৩): জাতীয় কনভেনশন

Reign of the Girondists: National Convention

রাজতন্ত্র স্থগিতের পরবর্তী প্রায় দেড় মাস ফ্রান্সে কোনো সরকার ছিল না। প্যারিসের বিপ্লবী কমিউনের প্রধান হিসেবে দান্তন দেশের প্রকৃত শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে বিদেশি সেনাবাহিনী একের পর এক কয়েকটি ফরাসি শহর দখল করলে বিপ্লবী জনতা সন্দেহবশত কয়েক হাজার যাজককে বন্দি করে। এছাড়া তারা জেলখানায় প্রবেশ করে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ১০০০ থেকে ১৩৯৫ জন বন্দিকে হত্যা করে। এ ঘটনা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। ইতোমধ্যে সেনাপতি লাফায়েত পদত্যাগ করলে দ্যমুরিয়াকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। নতুন সেনাপতি বিদেশি সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করতে সমর্থ হন। ২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে খবর আসে যে বিদেশি বাহিনী পিছু হটেছে। সেদিনই জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সকে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

'ন্যাশনাল কনভেনশন' রাজার বিচারপ্রশ্নে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়ে। জিরন্ডিস্টরা রাজার প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী না হলেও এ কথা তারা স্পষ্টভাবে বলেনি। কেননা, তাহলে তাদের রাজতন্ত্রের সমর্থক বলে চিহ্নিত করা হতো। সেজন্য তারা প্রস্তাব করে রাজার বিচার প্রশ্নে গণভোেট হোক। কিন্তু রোবসপিয়ার (Maximilien de Robespierre) প্রমুখ জ্যাকোবিন নেতারা ভোটের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় কনভেনশন ষোড়শ লুইয়ের বিচার করবে। বিচারে রাজার প্রাণদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।" ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

এদিকে ফরাসি বাহিনীর সেনাপতি দ্যমুরিয়ে শত্রুবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করে বেলজিয়ামে প্রবেশ করেন। ফলে ফরাসি বাহিনী রাইন নদীর তীরবর্তী কিছু অঞ্চল দখল করতে সমর্থ হয়। এসব বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে ন্যাশনাল কনভেনশন ঘোষণা করে যে, 'ফ্রান্স অন্যান্য দেশের জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সহায়তা দেবে।' এতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসংঘ গঠিত হয়। এ সংঘের সদস্য ছিল অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, স্পেন, হল্যান্ড, সার্ডিনিয়া ও ইংল্যান্ড। ফলে ফরাসি বাহিনী এসব দেশের যৌথবাহিনীর হাতে পরাজিত হতে থাকে। এদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহসহ বিভিন্ন কারণে জিরন্ডিস্ট দল দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায়। এ অবস্থায় জ্যাকোবিন নেতারা জনতার সাহায্যে জাতীয় কনভেনশন অবরোধ করে জিরন্ডিস্ট দলের ২২ সদস্যকে বহিষ্কার করে ১৭৯৩ সালের ২ জুন ক্ষমতা দখল করেন।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

জ্যাকোবিনদের শাসনকাল (২ জুন ১৭৯৩-২৮ জুলাই ১৭৯৪) (Reign of the Jacobin): জ্যাকোবিনরা ক্ষমতা দখল করার পর ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু জ্যাকোবিন দল যেকোনো মূল্যে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' (Reign of Terror) কায়েম করে। এ লক্ষ্যে তারা কতগুলো বিশেষ কমিটি ও আদালত প্রতিষ্ঠা করে। যেমন- জননিরাপত্তা কমিটি, সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি, সন্দেহের আইন ও বিপ্লবী আদালত। এসব কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদেরকে তাদের বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য করা এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

১৭৯৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা বাড়তে থাকে। এক বছরের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক সন্দেহভাজনকে বন্দি করা হয়। হাজার হাজার বন্দিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এদের অনেককেই 'গিলোটিন' নামক যন্ত্রে শিরশ্ছেদ করা হয়। রানি মারিয়া আঁতোয়ানেত, মাদাম রোলা, ডিউক অব অর্লিয়েন্স এরা সবাই গিলোটিনে নিহত হন। লিও শহরের বিদ্রোহীদের 'লয়ার' নদীর পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। এতে লয়ার নদী পানি মৃতদেহের পচনে দূষিত হয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদগণের মতে, প্রায় ৪০ হাজার বন্দি এভাবে প্রাণ হারায়। ১২ জ্যাকোবিন সরকার অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবিলার পাশাপাশি দেশত্যাগী অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দেয়। ধনীদের করভার বৃদ্ধি করে দরিদ্রদের করভার লাঘব করা হয়। শিশু-বৃদ্ধ-বিধবাদের সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

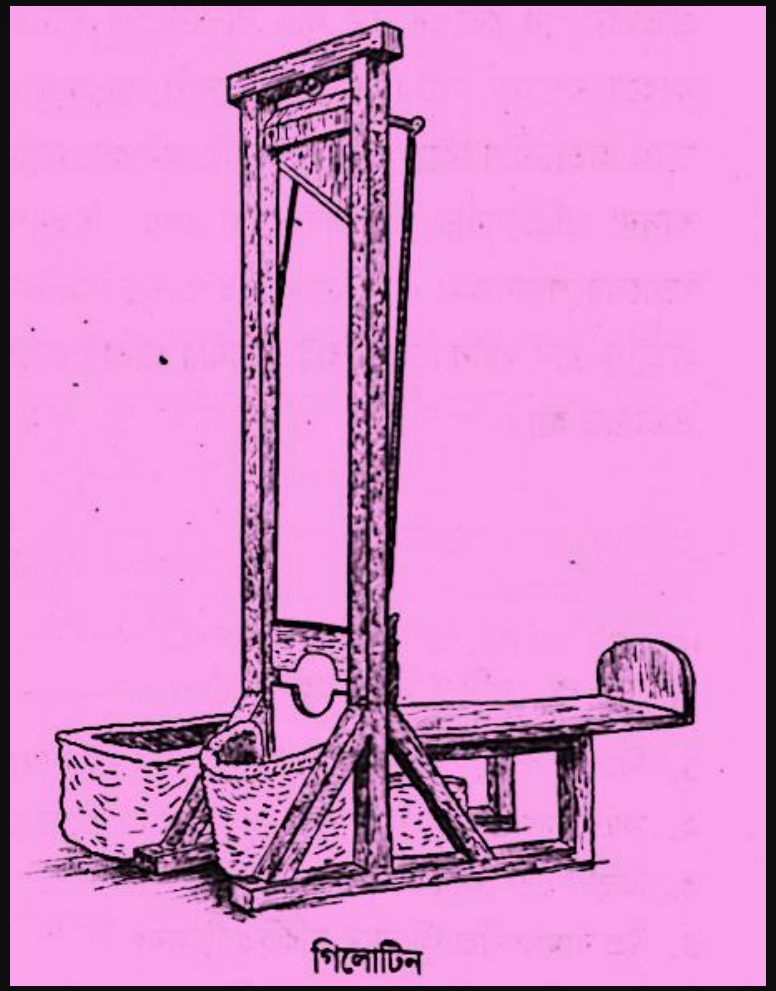

গিলোটিন

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের দমন ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ফরাসি বাহিনীর সাফল্যে জ্যাকোবিন দলের অনেক নেতার কাছে সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। দান্তন, ডেসমোলিন প্রমুখ ছিলেন এ মতের সমর্থক। কিন্তু রোবসপিয়ার প্রমুখ এ মতের সমর্থক ছিলেন না; তারা সন্ত্রাস অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এভাবে জ্যাকোবিন দলে অন্তবিরোধ দেখা দিলে দান্তনসহ ১৫ জন নেতাকে বিচার করে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। রোবসপিয়ার ক্রমেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কিন্তু সন্ত্রাসকে নমনীয় করার পক্ষের দলটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের সহায়তায় জাতীয় কনভেশন ১৭৯৪ সালের ২৭ জুলাই রোবসপিয়ারকে গিলোটিনে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। পরদিন (২৮ জুলাই, ১৭৯৪) এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটে। ন্যাশনাল কনভেনশন তার ক্ষমতা ফিরে পায়। জিরন্ডিস্ট দল আবার প্রাধান্য স্থাপন করে। সন্ত্রাসের আমলের অনেক অতিবিপ্লবী আইন বাতিল করা হয়। ২২ আগস্ট কনভেনশন নতুন সংবিধান গ্রহণ করে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৭৯৫ সালের ১০ অক্টোবর উচ্চকক্ষের পাঁচজন ডাইরেক্টর কর্তৃক ফ্রান্স শাসিত হওয়ার বিধান করা হয়। জাতীয় কনভেনশন বিলুপ্তির মাধ্যমে শুরু হয় ডাইরেক্টরি শাসন।

বিপ্লবের ৩য় পর্ব

ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় ফ্রান্সে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্যের কারণে রক্তক্ষয় ঘটে। এদিকে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও 'সন্ত্রাসের শাসন' পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিপ্লবপরবর্তী ফ্রান্সের সন্ত্রাসের শাসনকাল বহুল আলোচিত ও বহু বিতর্কিত। তারপরও সার্বিক তাৎপর্যের কারণে ফরাসি বিপ্লবের দ্যুতি তাতে এতটুকু ম্লান হয়নি। আর তাই পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ফরাসি বিপ্লবের মহান বাণী 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৮ ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

টপিক ০৮: ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

This Topic is important for

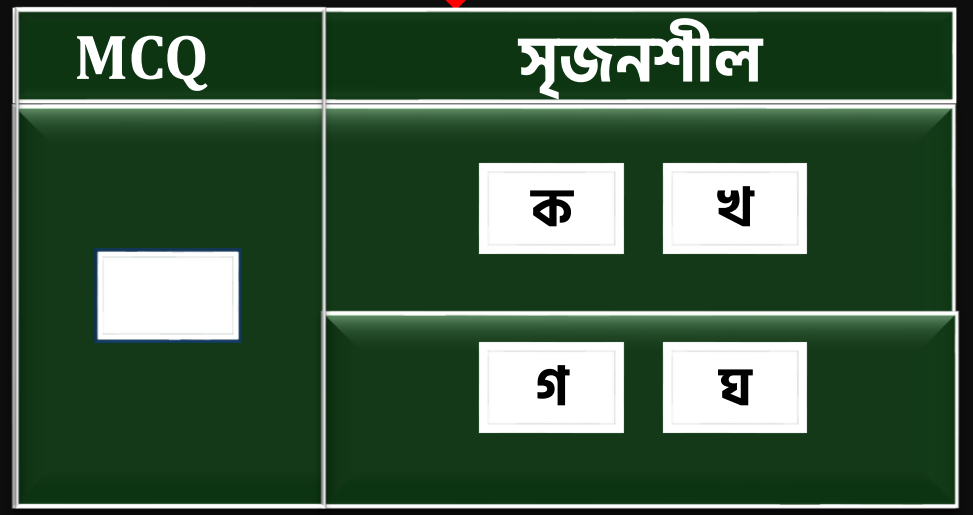

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

ফরাসি বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ বিপ্লবের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। একমাত্র রুশ বিপ্লব (বলশেভিক বিপ্লব, ১৯১৭) ছাড়া ইতিহাসে আর কোনো ঘটনা ফরাসি বিপ্লবের মতো এতো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৭৮৯ সালে সংঘটিত এ বিপ্লব ফ্রান্সের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেয়।

সামন্ততন্ত্রের পতন (Fall of Feudalism)

ফরাসি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল জরাজীর্ণ পুরনো ব্যবস্থার (Old Regime) পতন। এজন্য বিপ্লবের পরপরই ১৭৮৯ সালের ৪ আগস্ট সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করা হয়।১৩ সকল প্রকার সামন্তকর ও বিধি, ম্যানর ব্যবস্থা, টাইদ (ধর্মকর) ইত্যাদি বাতিল করা হয় এবং সামন্তদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। অভিজাত ও যাজকদের সকল প্রকার বিশেষ অধিকার বাতিল করা হয়। এর ফলে মধ্যযুগ থেকে চলে আসা সমাজ ব্যবস্থার যে অসাম্য তার অবসান ঘটে। ইতিহাসবিদ কোব্বানের মতে, 'ফ্রান্সের আঠারো শতক ছিল আধুনিক যুগের সূতিকাগার।' ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থার এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব (Rise of Constitutional Monarchy)

ফরাসি বিপ্লব তাৎক্ষণিকভাবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু করে। পরবর্তীতে বিপ্লবীদের চাপে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে। ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি তৎকালীন ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদ করা হয় এবং ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়।

বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণির উদ্ভব (Rise of Bourgeois Farmers)

ফরাসি বিপ্লবের ফলে সামন্তপ্রথার বিলোপ হয়। অভিজাতদের ভূমি কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়। এর ফলে এক শ্রেণির স্বাধীন বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা ভাগচাষি, বর্গাচাষি, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সাথে তাদের ভূমির স্বত্ব ভাগ করেনি। এই স্বাধীন বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণি একটি রক্ষণশীল বুর্জোয়া শ্রেণিতে পরিণত হয়। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিপ্লবের চেতনাকে বাধাগ্রস্ত করে। তারাই পরবর্তীতে নেপোলিয়নের কনস্যুলেট বা সাম্রাজ্যের প্রধান সহায়ক শ্রেণিতে পরিণত হয়।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

সর্বহারা শ্রেণির সাথে প্রতারণা (Cheating the Proletariats)

ফরাসি বিপ্লবের ভার সবচেয়ে বেশি বহন করে যে শ্রেণিটি, তারা হলো সাঁকুলেৎ বা সর্বহারা শ্রেণি। বিপ্লবের সবপক্ষই এদের ব্যবহার করে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছার পর এদের পরিত্যাগ করে। এদের ব্যবহার করেই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটানো হয়। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার বেঁধে দেওয়া ছাড়া এদের আর কোনো উপকার করা হয়নি। এমনকি ফরাসি সংবিধান এদের ভোটাধিকার পর্যন্ত দেয়নি। একসময় জ্যাকোবিনরা 'গণভোটের ব্যবস্থা করে এদের ভোটাধিকার দেয়। কিন্তু জিরন্ডিস্টদের সময় এবং রোবসপিয়ারের পতনের পর তাদের এ অধিকার রদ করা হয়।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলফ্রেড কোবানের (Alfred Cobban) মতে, "সাঁকুলেৎদের সাথে বুর্জোয়াদের আঁতাত ছিল আকস্মিক ও অস্থায়ী।" প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। বিপ্লবীদের পতন ঘটিয়ে, অভিজাত যাজকদের ক্ষমতা উচ্ছেদ করে এবং সাঁকুলেৎদের দমন করে এই বুর্জোয়া শক্তিই ফ্রান্সের আধুনিক যুগের ভাগ্য নিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে যাত্রা (Step towards Democracy)

ফরাসি বিপ্লবের ফলে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অবসান হয়। এর মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক শাসন চালুর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বুরবোঁ রাজবংশের পুনরুত্থান প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এর কারণ হলো বিপ্লব মানুষের চেতনা এমনভাবে বদলে দেয় যে, সেখান থেকে ফ্রান্সের পশ্চাদপসরণ সম্ভব ছিল না।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

মৌলিক ও মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি (Declaration of Fundamental Human Rights) ফরাসি বিপ্লবের ফলে নাগরিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং সর্বজনীন মানবাধিকারগুলো স্বীকৃতি লাভ করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ইচ্ছার প্রাধান্য দেয়া শুরু হয় এবং ভূমি দাসত্ব উঠে যায়।

সংস্কৃতির পরিবর্তন (Change of Culture)

ফরাসি বিপ্লব সামাজিক আচার-আচরণের পাশাপাশি পোশাক-আশাকেও পরিবর্তন আনে। পুরুষেরা 'ব্রিচেস' পরা ছেড়ে দিয়ে ট্রাউজার ও কোট পরা শুরু করে। মহিলারা সামন্তযুগের মতো ফোলানো পোশাক ছেড়ে আঁটসাঁট ছোট স্কার্ট পরিধান করা শুরু করে। সামন্তযুগের মতো পরস্পরকে 'মশিয়ে' সম্বোধন না করে 'সিটিজেন' সম্বোধন করা শুরু হয়।

লোকে বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে তিন রঙা পোশাক ও লাল টুপি ব্যবহার করা শুরু করে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

গির্জাতন্ত্রের অবসান (Abolition of Papacy)

ফরাসি বিপ্লব গির্জাতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। মুক্তচিন্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানে গতিশীলতা আসে। তৎকালীন ফরাসি সমাজের দুর্নীতির প্রতীক গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এতে সহস্র বছরের সঞ্চিত ধর্মান্ধতা, হীনমন্যতা ও অসহিষ্ণুতা দূরীভূত হয়।

অন্যান্য ফলাফল (Other Results)

ফরাসি বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। জাতি দীর্ঘজীবী হোক- বিপ্লবীদের জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এ শ্লোগান দেশপ্রেম জাগ্রত করে। তাছাড়া এ বিপ্লবের ফলে দ্রব্যাদি পরিমাপের পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে দশমিক পদ্ধতি বা মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়। কোড নেপোলিয়ন চালু হলে রেজিস্ট্রি বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তিতে সন্তানের সমানাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এর ফলে ফ্রান্স ইউরোপীয় রাজনীতিতে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর এই শক্তিকে রুখতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ফার্স্ট কোয়ালিশন (First Coalition) গঠন করতে বাধ্য হয়।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব (Influence of the French Revolution)

ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ বিপ্লবের ফলাফল ইউরোপের অন্য দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করলেও ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে ফরাসি বিপ্লব ব্রিটেনে সার্বজনীনভাবে অভিনন্দিত হয়। ইংল্যান্ডের হুইগদল এটিকে তাদের ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সাথে তুলনা করে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ এটিকে স্বাধীনতা ও সুখের এক নতুন যুগের সূচনা বলে আখ্যায়িত করেন। ইংল্যান্ডে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে ফ্রেন্ডস অব দ্য পিপল, রিভ্যুলিউশন সোসাইটি, লন্ডন কারেসপন্ডিং সোসাইটি ইত্যাদি সমিতি গড়ে ওঠে। বেলজিয়াম ও জার্মানিতেও বিপ্লবের প্রসার ঘটলে ইংল্যান্ড শঙ্কিত হয়। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডের হুইগ দলে ভাঙন ধরে। ১৭৯২ সালে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করে, যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করবে ফ্রান্স তাদের সাহায্য করবে। এ ঘোষণার পর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পীট মন্ত্রিসভা তাদের সকল প্রকার উদারনীতি পরিত্যাগ করে দমননীতি প্রয়োগ করে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

বিপ্লবের বিস্তার রোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পীট ১৭৯৪ সালে হেবিয়াস কর্পাস আইন স্থগিত করেন। পীটের এইসব প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকান্ড জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন করে। তবে বিপ্লবের আশঙ্কা অতিরিক্তভাবে প্রচার করার ফলে সমগ্র দেশ বিপ্লবের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহেও জনগণের মধ্যে ফরাসি বিপ্লব প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে এসব দেশে রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে নেপোলিয়নের উত্থান ঘটে। নেপোলিয়ন বিপ্লবের আদর্শকে ধারণ করে একে একে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো দখল করে সেখানকার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় জনসাধারণ সামন্তশাসন ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভ করে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকশিত হয়। ফলে ইউরোপের দেশে দেশে আধুনিক প্রজাতন্ত্র কিংবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়। এর ফলে জার্মান রাষ্ট্রসমূহ এবং ইতালির রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ০৯ ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

টপিক ০৯: ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্স অধিকৃত ইতালির কর্সিকা দ্বীপের আজাচিও (Ajaccio) নামের স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৭৬৯ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তেরো ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ১৭ বছর বয়সে ১৭৮৬ সালে স্কুল ত্যাগ করে ফ্রান্সের পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৭৯৫ সালে তিনি রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ দমন করে জাতীয় সম্মেলনকে (National Convention) রক্ষা করেন। পরবর্তীতে ইতালি অভিযানে তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

ডাইরেক্টরি শাসনামলে সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় জনগণ একসময় অতিষ্ঠ হয়ে যায়। সে সময় জনগণ এ শাসনব্যবস্থা উৎখাত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এক শক্তিশালী সামরিক শাসনের প্রয়োজন অনুভব করে। নোপোলিয়ন এ সময় মিশর অভিযান শেষ করে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। জনগণের মনের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে তিনি উৎসাহিত হন। তিনি ডাইরেক্টরদের পদচ্যুত করে ১৭৯৯ সালের ৯ নভেম্বর ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করেন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়ন তার ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, "আমি ফ্রান্সের রাজমুকুটকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি, আমি তরবারির সাহায্যে তা মাথায় তুলে নিই (I found the crown of France lying on the ground, I picked it up with my sword)"। এ সময় একটি নতুন সংবিধান রচিত হয়, যা 'অষ্টম সালের সংবিধান' নামে অভিহিত। নতুন সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য দশ বছরের জন্য দশ বছর মেয়াদী তিনজন কনসাল নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম কনসালকে আইন প্রণয়ন ও সকল প্রকার সামরিক ও বেসামরিক নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কনসাল শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল নিযুক্ত হন। সে সময় নতুন সংবিধান চারস্তর বিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করে। এ চারটি স্তর হলো-ক) রাজ্য পরিষদ, খ) বিচারালয়, গ) বিধানসভা এবং ঘ) সিনেট।

১৮০২ সালে নেপোলিয়ন 'লিজিয়ন অব অনার' (Legion of Honour) নামে সম্মানসূচক পদবির সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি তার ওপর নির্ভরশীল এক অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। সিনেট ১৮০৪ সালে নেপোলিয়নকে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত করে। নেপোলিয়নের পূর্ববর্তী সন্ত্রাসের রাজত্ব ও ডাইরেক্টরির কুশাসন মানুষের হতাশা সৃষ্টি করেছিল। জ্যাকোবিন দমনের নামে বুর্জোয়ারা শ্বেত সন্ত্রাসের (White Terror) মাধ্যমে বিপ্লবীদের হত্যা শুরু করে। ফলে এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার পত্তন হতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ এমন একজন শক্তিশালী দেশপ্রেমিক শাসক কামনা করছিল; যিনি ফ্রান্সের মুদ্রাস্ফীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়ন ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সাম্য (Equality) কে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'ফরাসি জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র চায় না; তারা চায় সাম্য।' তিনি ১৭৯১-৯৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী সরকার প্রবর্তিত আইনগুলো বহাল রাখেন। তার চেষ্টায় বিপ্লবী যুগের ভূমি-ব্যবস্থা, যোগ্যতার ভিত্তিতে ধনী-গরিব সবার চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ লাভের অধিকারগুলো বজায় ছিল। সে সময় তিনি গির্জার সম্পত্তির জাতীয়করণকেও স্বীকৃতি দেন। পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে তিনি রক্ষা করেন। এভাবে তার চেষ্টায় সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। তিনি ফ্রান্সের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী (কৃষক ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়) বিপ্লবের ফলে যে সব সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল, তার সবই বহাল রাখেন। তিনি বলেন, "লোকে যেরূপ শাসনব্যবস্থা চায়, আমি তাই করেছি।"

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়নের সংস্কার (Napoleonic Reformation)

ক্ষমতা গ্রহণ করার পর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রথমেই বিভিন্ন সংস্কারে হাত দেন। এক্ষেত্রে তিনি দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেন। তার সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৯৩ সালের আগস্টে নেপোলিয়ন জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার (Administrative Reform): নেপোলিয়ন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই তিনি দক্ষ লোকদের মনোনয়ন দিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠন করেন। এ কাউন্সিলের সদস্যদের ওপর তিনি কিছু গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি ৮৩টি প্রদেশ এবং ৫৪৭টি জেলা আগের মতোই বহাল রাখেন। তবে এগুলোর শাসনকর্তা প্রিফেক্ট (Prefect) ও সাব-প্রিফেক্টদের (Sub-prefect) তিনি নিজের ইচ্ছামতো নির্বাচন করেন। এভাবে তিনি গণতান্ত্রিক শাসনের বদলে একনায়কতান্ত্রিক শাসন চালু করেন। তিনি প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদ কঠোর হাতে দমন করেন। প্রিফেক্ট ও কাউন্সিলের সদস্যদের মাধ্যমে তিনি এমন একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র গড়ে তোলেন, যারা ছিল তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। তবে এরা বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সময়কার ইনটেনডেন্টদের মতো কেন্দ্রীয় আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যা মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করতে পারত না। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মতো প্রিফেক্টদেরও বিশেষ পোশাক পরতে হতো।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic Reform): ষোড়শ লুইয়ের সময় থেকে চলে আসা ফ্রান্সের ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য নেপোলিয়ন অর্থদপ্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। যথা- ক) রাজস্ব দপ্তর ও খ) অডিট দপ্তর। তিনি সরকারি ব্যয়ের হার নির্দিষ্ট করে দেন এবং সরকারি দপ্তরগুলোকে ব্যয়-সংকোচনের নির্দেশ দেন। অডিট বিভাগ সরকারি ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করত। নেপোলিয়ন নিজে অডিট রিপোর্টগুলো দেখতেন। প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে পরোক্ষ করের প্রতি তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

নেপোলিয়ন ১৮০০ সালে 'ব্যাংক অব ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাদেশিক সভাগুলোর কর আদায়ের ক্ষমতা রহিত করেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মাধ্যমে সরাসরি কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপন করে ফটকা ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। তার সময়ে ব্যাংক থেকে ৬% সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে। এসব আর্থিক সংস্কার ফ্রান্সের অর্থনীতিকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

শিক্ষা সংস্কার (Reform in Education System)

নেপোলিয়নের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল নাগরিক তৈরি করা। ফরাসি শিক্ষাবিদ কদরসেত (Condarcet) শিক্ষা ব্যবস্থার যে কাঠামো তৈরি করেন, তার ওপর ভিত্তি করেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রতিটি কমিউনে প্রিফেক্ট এবং সাব-প্রিফেক্টদের অধীনে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। শহরগুলোতে বেশকিছু আদর্শ সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলোতে তিনি প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এ সময় তিন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল- ক. লিসে (Lyece) বা আধাসামরিক বিদ্যালয়; খ. ন্যাশনাল কনভেনশনের আমলে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়; গ. গির্জার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়।

নেপোলিয়ন পাঠ্যসূচি রচনায় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি লিসেগুলোকে সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। নেপোলিয়ন প্রকৌশল, চিকিৎসা, প্রশাসন ইত্যাদি শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেন। অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার ওপর এ সময় কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি পরিশ্রমী জাতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সৃষ্টিশীল আবেগনির্ভর জাতি নয়।১"

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

ধর্ম সংস্কার (Reform in Religion): নেপোলিয়নের অন্যতম সংস্কার ছিল ধর্মসংস্কার; যা ইতিহাসে 'ককরদাত' (Concordat) বা মীমাংসানীতি নামে পরিচিত। তিনি জাতীয় গির্জানীতির সাথে পোপের দাবির সামঞ্জস্য বিধান করেন। ১৮০১ সালে এ মীমাংসানীতির মাধ্যমে স্থির হয় যে, ফরাসি গির্জার যাজকেরা রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ার পর পোপ তাদের অনুমোদন দেবেন। অর্থাৎ সংবিধান দ্বারা নিযুক্ত বিশপদের পোপ মেনে নিবেন। বাকি বিশপদের কনসালরা নিযুক্ত করলেও পোপ চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন এবং যাজকরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাতা পাবেন। তবে ফরাসি ক্যাথলিকরা এ মীমাংসার বিরোধিতা করেন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

সামাজিক সংস্কার (Social Reform): নেপোলিয়ন সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জন্ম ও বংশমর্যাদার পরিবর্তে ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে মানদণ্ড হিসেবে স্থির করেন। নাগরিকদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনের প্রতিদান হিসেবে তিনি ১৮০২ সালে 'লিজিয়ন অফ অনার' (Legion of Honour) পুরস্কার চালু করেন। এ পুরস্কারের কয়েকটি ধাপ ছিল। যোগ্যতার ক্রম অনুযায়ী কাউকে মেডেল, আবার কাউকে স্যাঁশ (Sash) প্রদান করা হতো। যারা এসব পুরস্কারে ভূষিত হতেন, তারা সমাজে খুবই সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন। এছাড়া তিনি মার্শালেট (Marshalate) উপাধি প্রদান চালু করেন। যারা এসব উপাধি পেতেন, তারা রাজকীয় পেনশন সুবিধা ভোগ করতেন এবং সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতেন।

বিপ্লবের পর অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজক সম্প্রদায়ের অধিকারে থাকা ভূমিগুলো তৎকালীন ফ্রান্স সরকার অধিগ্রহণ করে এবং সমাজের সামর্থ্যবানদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এভাবে ভূমি ক্রয় করে সমাজে বহু নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়। এর ফলে ফরাসি সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কিন্তু এই নতুন শ্রেণিটি সবসময় তাদের ভূমির অধিকার হারানোর আশঙ্কায় ছিল। নেপোলিয়ন এদের ভূমি আর কেড়ে নেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেন এবং তিনি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। এর ফলে নতুন সৃষ্ট ভূমি মালিক শ্রেণিটি তাদের ভূমিকে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করে।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লব এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে বহু অভিজাত ফরাসি তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হয়েছিলেন। এরা বিদেশের মাটিতে বসে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদের অনেকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নেন। কিন্তু তিনি এদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং এদের পূর্ণ নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেন। দেশত্যাগী অভিজাতদের পরিত্যক্ত ভূমি আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, এদের ফরাসি সমাজের সদস্য হওয়ার ও সসম্মানে জীবনযাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নেপোলিয়ন কতগুলো বাণিজ্যিক আইন বলবৎ করেন। তিনি বণিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কয়েকটি আদালত স্থাপন করেন। ১৮০২ সালে এক আইন জারি করে নেপোলিয়ন দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে পূর্বে প্রণীত আইনগুলো বাতিল করেন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

জনহিতকর কার্যাবলি (Benevolence Activities): নেপোলিয়ন জনসাধারণের সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। এজন্য তিনি 'Road Commission' (সড়ক বিষয়ক কমিশন) গঠন করেন। বিভিন্ন গিরিখাতের মধ্যদিয়ে সড়ক নির্মাণের ফলে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইতালির মধ্যে সহজে যাতায়াত করা সম্ভব হয়। ১৮১১ সালে তিনি ২২৯টি সড়ক নির্মাণ করেন। তাছাড়া ১৮১০ সালে প্যারিসে প্রথম ফায়ার ব্রিগেড (Fire Brigade) স্থাপন করেন। তিনি শহরের বাড়িগুলো জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে নম্বরের মাধ্যমে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করেন।

নেপোলিয়ন ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য ৩টি বিশাল সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করেন। শেরবুর্গ (Cherbourg) ও ব্রেস্ট (Brest)-এর মতো বিখ্যাত সমুদ্রবন্দরগুলো ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়। নদীপথে যোগাযোগ সম্প্রসারণের জন্য তিনি কয়েকটি খাল খনন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব খাল ফ্রান্সের নদীগুলোকে সংযুক্ত করে দেয়। এর ফলে ফ্রান্স বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার অধিকারী হয়ে ওঠে। ভারীবাজার শিলং

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়ন রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করেন। এতে ভ্রমণকারীরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পায়। তিনি নদী ও বনভূমি সংরক্ষণের জন্য পৃথক প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেন। তিনি ৬টি জাতীয় ও ৩০টি আঞ্চলিক পশু প্রজনন কেন্দ্রও স্থাপন করেন। এসব জনহিতকর কর্মসূচি ফ্রান্সে এখনও চালু রয়েছে। তিনি ল্যুভর জাদুঘরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুঘরে পরিণত করেন। তিনি রাজপ্রাসাদগুলো উদ্ধার করে তা সুসজ্জিত করেন। এসব সংস্কারের কারণে তার আমলে প্যারিস শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্সকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেপোলিয়ন যেসব সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন, তা গ্রানাইট পাথরের ওপর স্থায়ীভাবে নির্মিত বলে ইতিহাসবিদ ফিসার মন্তব্য করেছেন। তার সংস্কারগুলো কেবলমাত্র ফ্রান্সের পুনর্জীবন ঘটায়নি, সমগ্র ইউরোপে নতুন সমাজ গঠনের সূচনা করে। তাই বলা হয়, যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল গেছে সেখানে আর পূর্বাবস্থা ফিরে আসেনি। তার শাসনামলে ফ্রান্সে স্বস্তি ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরে - আসে। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডেভিড থমসন বলেন, 'Bonaparte disciplined France and established order (বোনাপার্ট ফ্রান্সকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শান্তিস্থাপন করেন)।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of Nepoleon's Failure)

ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যখন সংস্কারের নামে রাজনৈতিক হানাহানি চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নেপোলিয়ন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফ্রান্সকে একদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে মুক্ত করেন, অপরদিকে দেশটিকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় সামরিক প্রতিভার অধিকারী। তবে ইতিহাসবিদগণের মতে, নেপোলিয়ন নিজেকে বিপ্লবের সন্তান হিসেবে দাবি করলেও তিনি ছিলেন বিপ্লবের হন্তারক। কেননা, তিনি ফরাসি বিপ্লবের শ্বাশত বাণী সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করলেও বিপ্লবীদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। এজন্য তিনি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে বিদায় দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সামরিক জোটের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হন। নিচে নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ আলোচনা করা হলো:

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

সেনাসংগঠনে দুর্বলতা (Lack in Army Mobilization): প্রথমদিকে নেপোলিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। এ সেনাবাহিনী প্রবল প্রতাপে একে একে ইউরোপের সব শক্তিকে পদানত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে তার অভিজ্ঞ সেনাপতিরা মৃত্যুবরণ করে; অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়। ফ্রান্সের জনবল ক্রমেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হলে নেপোলিয়ন তার সেনাবাহিনীতে জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি ইত্যাদি দেশের যুবকদের নিয়োগ দেন। এদের মধ্যে দেশপ্রেম বা নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য ছিল না। এর ফলে শেষের দিকে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও দক্ষতার অভাব দেখা দেয়। এ কারণে ১৮১৫ সালে ওয়াটার লু (Battle of Waterloo) যুদ্ধে পরাজিত হন।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম (Continental System): নেপোলিয়নের পরাজয়ের অন্যতম কারণ তার প্রবর্তিত মহাদেশীয় ব্যবস্থা। ইংল্যান্ডের সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ইংল্যান্ডকে দুর্বল করাই ছিল এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে যে নৌ-শক্তির প্রয়োজন, তা নেপোলিয়নের ছিল না। আর সেজন্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতির ওপর মহাদেশীয় ব্যবস্থার বিরূপ প্রভাব পড়লেও ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে এর ছিল সামান্য। কেননা, নৌশক্তিতে বলীয়ান হওয়ায় ইংল্যান্ড সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মাধ্যমে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ইংল্যান্ডের সাথে বাণিজ্য করতে না পারায় ইউরোপীয় অন্য রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নেপোলিয়নের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কুফল (Adverse Impact of Despotism): নেপোলিয়ন নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলে দাবি করলেও তিনি ফ্রান্সকে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি মনে করতেন, 'ফরাসি জাতির আকাঙ্ক্ষা হলো সমতা, স্বাধীনতা নয়'। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিপ্লবের আদর্শ থেকে দূরে সরে যান। প্রথম দিকে নেপোলিয়ন একের পর এক ইউরোপীয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হলে ফ্রান্সের জনগণ তাকে নায়কের আসনে বসায়। কিন্তু যতই সময় যেতে থাকে, তার একনায়কতান্ত্রিক শাসনের প্রতি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্পেন এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

সংস্কারজনিত বিশৃঙ্খলা (Confusion arises from Reformation): নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেশকিছু সংস্কার করেছিলেন। এসব সংস্কার ফ্রান্সে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সমাজব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। এ কারণে নেপোলিয়নের সংস্কারসমূহ ইতিবাচক হলেও তা দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয়। বিদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে তিনি এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এর ফলে অভ্যন্তরীণ শাসনে সমস্যা দেখা দেয়। তিনি নিজস্ব ধারায় বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করে দেশকে নতুনভাবে সাজাতে সচেষ্ট হলে বিপ্লবীদের কেউই তা মেনে নেয়নি। দেশের সামন্তশক্তিও ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে চলে যায়। এমনকি কূটনৈতিক বিভাগের কর্মকর্তা টেরিল্যান্ডের নেতৃত্বে প্রশাসনে 'নেপোলিয়ন বিরোধী চক্র' তৈরি হয়। এসব কারণে প্রশাসনে দুর্বলতা দেখা দেয়।

ফরাসি বিপ্লবের ৪র্থ পর্বঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও ফরাসি বিপ্লব

ইংল্যান্ডের অনমনীয় মনোভাব (Rigid attitude of England): ইংল্যান্ড ছাড়া প্রায় সব ইউরোপীয় শক্তিকেই নেপোলিয়ন পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়ায় নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে পরাজিত করতে পারেননি। অন্যদিকে তিনি পুরো বিশ্বে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিলে ইউরোপের সামন্তশক্তি শংকিত হয়ে ওঠে। এরা তার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইংল্যান্ড নেপোলিয়ন বিরোধী শক্তিকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। এদিকে ইউরোপের দেশে দেশে নেপোলিয়নের প্রতি অনুগত রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ শুরু হয়। তিনি ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সামরিক জোটকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। মস্কো' অভিযান ব্যর্থ হলে তার পতনের পথ প্রশস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা। সামরিক জোটের কাছে বেলজিয়ামের ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাজিত হন। সেইন্ট হেলেনা (Saint Helena) দ্বীপে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই ১৮২১ সালের ৫ মে তার মৃত্যু হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ১০ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ১০: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

লেত্রি দ্য কেশে

এটি একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ওপর রাজার স্বাক্ষর নিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা যেতো। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে লেত্রি দ্য কেশের মাধ্যমে অনেক লোককে কারারুদ্ধ করে পরে হত্যা করা হতো।

বিপ্লবের বধ্যভূমি

ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহীদের গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানকে নির্ধারণ করা হয়, যা ফ্রান্সের ইতিহাসে বিপ্লবের বধ্যভূমি নামে পরিচিত। রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য গণনিরাপত্তা কমিটি গঠন করেন। এই গণনিরাপত্তা কমিটি লক্ষাধিক সন্দেহভাজনকে নির্ধারিত স্থানে গিলোটিনের সাহায্যে হত্যা করে। ফলে পরবর্তীতে এই স্থানকে বিপ্লবের বধ্যভূমি বলা হয়।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

কোড নেপোলিয়ন

কোড নেপোলিয়ন বলতে নেপোলিয়ন কর্তৃক গঠিত আইনজ্ঞ কমিটি রচিত আইনি দলিলকে বোঝায়। নেপোলিয়নের সময়ের পূর্বে ফ্রান্সে তেমন কোনো বিধিবদ্ধ আইন ছিল না। নেপোলিয়ন অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ এই কাজটি সম্পন্ন করেন। বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সামাজিক সাম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আধুনিক ফরাসি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আইন পরিমার্জন ও প্রণয়ন করা সেসময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দেশের আইনজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন। এই আইনজ্ঞ কমিটি রোমান আইনসহ ফরাসি সমাজের বাস্তবতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আইনের দলিল রচনা করেন। তা পরবর্তীতে কোড নেপোলিয়ন নামে পরিচিত হয়।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

বিপ্লবী বিচারালয়

বিপ্লবী বিচারালয় হলো বিপ্লববিরোধী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য এক বিশেষ আদালত। জ্যাকোবিন দলের নেতা রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে গঠিত জননিরাপত্তা কমিটি ১৭৯৩ সালের ৬ জুলাই থেকে ১৭৯৪ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী শাসন পরিচালনা করেছিল। এই জননিরাপত্তা কমিটি বেশকিছু সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিপ্লবী বিচারালয় গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্রুত বিচার করা। তাছাড়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করার জন্য সমগ্র ফ্রান্সে ৫০ হাজার বিপ্লবী কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিপ্লবের বধ্যভূমি নামক একটি স্থান নির্বাচিত করে সেখানে বিপ্লবী বিচারালয়ে দণ্ডিত অপরাধীদের গিলোটিনে হত্যা করা হতো।

মন্তেস্ফু

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অন্যতম মন্টেস্কু। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় অধিকারপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের সমালোচনা করে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের দোষত্রুটি তুলে ধরেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও বহুল পঠিত গ্রন্থ হলো 'The Spirit of Laws' |

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

ভলতেয়ার

ভলতেয়ার ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশে আগ্রহী এ দার্শনিক ব্যঙ্গাত্মক লেখার মাধ্যমে গির্জার দুর্নীতিগুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তার মতে, ফ্রান্সের গির্জাগুলো কুসংস্কার ও দুর্নীতির ঘাঁটি। তার লেখার মধ্যে অন্যতম ছিল Oedipe, Letters Philosophiques, An Essay on Universal History, the Manners and Spirit of Nations.

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

জ্য জ্যাক রুশো

জ্য জ্যাক রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারিগর মনে করা হয়। 'Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men'-এ রুশো সামাজিক অসাম্যের মূল কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, মানুষের যত প্রকার গুণ আছে তার মধ্যে যুক্তিবাদ শ্রেষ্ঠ যা মানুষের মননে সুপ্ত থাকে। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের বাকস্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো- "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, তবে সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে।" তার অন্যতম গ্রন্থ New Heloise, Emile or On Education, The Confessions, The Social Contract ইত্যাদি।

বাস্তিল দুর্গ

এটি ছিল একটি দুর্গ কাম কারাগার। এর অবস্থান ছিল প্যারিস নগরীর কাছে। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতীক ছিল এ দুর্গ। ফরাসি বিপ্লবের সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, বাস্তিল দুর্গে প্রচুর অস্ত্র আছে। এরূপ গুজবে জনতা ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ অবরোধ করে এবং তা দখল করে। এরপর তারা বাস্তিলের গভর্নর ও প্রহরীদের হত্যা করে বাকিদের মুক্ত করে দেয়। বাস্তিল দুর্গের পতন ছিল একটি বড় ঘটনা। কেননা এটি ছিল রাজতন্ত্রের প্রতীক। এ দুর্গের পতন স্বৈরতন্ত্রের পতনকেই নির্দেশ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ১১ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

ফরাসি বিপ্লব কত সালে সংঘটিত হয়? সকল বোর্ড ২০২১/

ক. ১৭৪০ সালে খ. ১৭৮০ সালে গ. ১৭৮৯ সালে ঘ. ১৯১৭ সালে

-ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে কোন শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে?[সকল বোর্ড ২০২২/

ক. স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

গ. একনায়কতন্ত্র ঘ. স্বেচ্ছাতন্ত্র

-ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত? /সকল বোর্ড ২০২৩)

ক. ৪ শতাংশ খ. ৩২ শতাংশ গ. ৬৬ শতাংশ ঘ. ৯৬ শতাংশ

ফরাসি রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন কে? সকল বোর্ড ২০১১/

ক. পঞ্চদশ লুই খ. ষোড়শ লুই গ. নেপোলিয়ন ঘ. চতুর্দশ লুই

I am the state' উক্তিটি কার? সকল বোর্ড ২০১৮।

ক. ত্রয়োদশ লুই খ. চতুর্দশ লুই গ. পঞ্চদশ লুই ঘ. ষোড়শ লুই

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে First Estate বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? সকল বোর্ড ২০২৩

ক. অভিজাত সম্প্রদায় খ. যাজক সম্প্রদায়

গ. বুর্জোয়া সম্প্রদায় ঘ. বণিক সম্প্রদায়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

ইতিহাসবেত্তারা কাকে The Chief Proponent of Revolution বা বিপ্লবের প্রধান প্রবক্তা বলে অভিহিত করেন? [সকল বোর্ড ২০২২]

ক. চার্লস মন্টেস্ক খ. ভিক্টর হুগো গ. ভলতেয়ার ঘ. জ্য জ্যাক রুশো

ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল- সকল বোর্ড ২০১৮/

ক.. গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্ব খ. সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা

গ. সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র ঘ. সহনশীলতা ও গণতন্ত্র

ফ্রান্সে 'বাস্তিল দুর্গ' কীসের প্রতীক ছিল?(সকল বোর্ড ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৭)

ক. অভিজাততন্ত্রের খ. রাজতন্ত্রের

গ. গণতন্ত্রের ঘ. একনায়কতন্ত্রের

"টেনিস কোর্টের শপথ" কার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়? (সকল বোর্ড ২০২৩)

ক. ডাঃ গিলোটিনের খ. রোবসপিয়ারের

গ. মিরাবোর ঘ. দান্তের

বুর্জোয়া বলতে বুঝায়- সকল বোর্ড ২০২৩

i. 'পুঁজিবাদী ii. ব্যাংক মালিক iii. মধ্যবিত্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – ফরাসি বিপ্লব

টপিক – ১২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নওয়াপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। তিনি নিজেকে ইউনিয়নের সর্বেসর্বা মনে করেন। তিনি ভালো-মন্দ যেটাই করেন সেটিই আইন। ইউনিয়নের মেম্বার, শিক্ষিত, জ্ঞানী সকলের মতকেই তিনি উপেক্ষা করেন। [রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. টেইলি (Taille) কোন ধরনের কর?

খ. বুর্জোয়া বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ব্যক্তির কার্যক্রমের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ব্যক্তির কার্যক্রম কোন বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল? বিশ্লেষণ করো।

অষ্টাদশ শতকে 'X' একজন স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। পাশাপাশি একটি সামাজিক শ্রেণিও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিটির পক্ষে কিছুসংখ্যক মহান লেখক অন্যায়-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। তাদের লেখনী রাজার ক্ষমতাকে জোরালোভাবে আঘাত করে।

[ব. বো., সি. বো., য. বো., কু. বো., দি. বো ২০১৭]

ক. চতুর্দশ লুই কে ছিলেন?

খ. Third Estate বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিপ্লবের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. উল্লিখিত মহান লেখকেরা কীভাবে উক্ত বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলেন? যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসি ছিলেন অন্যতম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত মজবুত করার জন্য তিনি নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারতবাসীর বিরাগভাজন হলেও কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার কাজের মাধ্যমে তিনি জননন্দিতও হয়েছিলেন। [রা. বো., দি. বো., কু বো., চ. বো., সি. বো. য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে বাস্তিল দুর্গের পতন হয়?

খ. গিলোটিন কী?

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের আইন সংস্কার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU